Acc. No. 38 **Shelf No.** A 1 5 R3

Title Mani Manjari
SubTitle

copies - 3

Role Author ✓ | Editor ✓ | Comment. | Transl. | Compiler |

Narayanacarya
Bhaktisiddhanta Sarasvati

Edition 1st

Publisher Bhaktiniveka Bharati

Place Dhaka **Year** 1926 **Ind.Yr.** Gau 440

Lang. Sanskrit **Script** Bengali

Subject

P.T.O. ➡

মণি-মঞ্জরী

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী

প্রকাশকের নিবেদন

গ্রন্থকারের কিঞ্চিৎ পরিচয়

অঙ্গিরা বংশোদ্ভূত লিকুচ-বংশজাত 'গুহ' নামক মহাপণ্ডিত তদীয় সহধর্ম্মিণীর সহিত শ্রীহরি ও শঙ্করের উপাসনা করিয়া একটী পুত্ররত্ন লাভ করেন। এই বালকটী অতি শৈশবকাল হইতেই সংস্কৃত ভাষায় পদ্যরচনা করিয়া তাহা অনর্গল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। ইনিই পরে বিষ্ণুমঙ্গলবাসী পণ্ডিত ত্রিবিক্রমাচার্য্য-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

যখন শ্রীমদানন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্যের অলৌকিক পাণ্ডিত্য ও ঈশানুগত্যের কথা ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল, তখন 'শৃঙ্গেরি' মঠাধিপ তদানীন্তন শঙ্করাচার্য্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। শাঙ্কর-মতাবলম্বিগণ আপনাদের মাহাত্ম্য খর্ব্ব হইতে দেখিয়া মধ্বনির্য্যাতনে বদ্ধ পরিকর হইলেন। শ্রীমধ্বমতাবলম্বিগণকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল এবং শ্রীমধ্বমত অবৈদিক ও অশাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতিপাদনেরও যথেষ্ট প্রয়াস হইল। পদ্মতীর্থ 'পুন্ডরীক পুরী' নামক জনৈক শাঙ্কর মতবাদী পণ্ডিতকে লইয়া আচার্য্যের সহ বাগ্ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। আচার্য্যের সংগৃহীত ও রচিত গ্রন্থাদি অপহৃত হইল; কিন্তু পরে বিশেষ উদ্বেগের পর ঐ সকল পাওয়া গেল। কুম্লাধিপতি জয়সিংহ শ্রীমধ্বাচার্য্যের

গ্রন্থপ্রাপ্তির সহায়তা করিয়াছিলেন। পুণ্ডরীক পরাজিত হইলেন। তৎকালে পণ্ডিত ত্রিবিক্রম 'শুদ্ধ-দ্বৈত' ও 'কেবলাদ্বৈত'-বাদে সংশয়াপন্ন হইয়া মায়াবাদিগণের উত্তেজনায় শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের শিষ্যবর্গের সহিত বহুল তর্ক উপস্থাপিত করিয়াও সন্দিগ্ধভাবেই প্রস্থান করেন। পরে যখন শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বিষ্ণুমঙ্গলে উপস্থিত হইলেন, তখন বিষ্ণুমঙ্গলবাসী পণ্ডিত ত্রিবিক্রম শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সমীপে আসিয়া প্রণতভাবে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হন।

একদা শ্রীমৎপূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্যপাদ স্বরচিত ভাষ্যের বিস্ময়-জনক ব্যাখ্যা করিতেছিলেন এমন সময় ত্রিবিক্রমকে শত্রুপক্ষাশ্রয়ে স্পর্দ্ধার সহিত তর্কযুদ্ধে উপস্থিত দেখিয়া শ্রীআনন্দতীর্থ অতি সুন্দর অথচ সংক্ষিপ্তভাবে পরমত নিরাকরণ পূর্ব্বক স্বমত প্রকাশক বচনাবলী প্রকাশ করেন; তদ্দ্বারা মধ্বাচার্য্য রচিত গ্রন্থাবলীর ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত মতপ্রকাশক তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়।

এইরূপে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ৭।৮ দিবস যাবৎ স্বমত ব্যাখ্যা করিলে ত্রিবিক্রমাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন এবং গুরুর অনুমতিক্রমে গুরুপ্রণীত প্রবচন ভাষ্যের একটী অতি সুন্দর টীকা প্রণয়ন করেন। ত্রিবিক্রমাচার্য্যের পুত্রই মণি-মঞ্জরী রচয়িতা পণ্ডিতাচার্য্য শ্রীনারায়ণ। ইঁহার রচিত ষোড়শসর্গাত্মক 'শ্রীমধ্ববিজয়' বা 'সুমধ্ববিজয়' নামক মহাকাব্যও একখানি উচ্চশ্রেণীর সংস্কৃত সাহিত্য এবং শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত সম্বন্ধে একটী বিশেষ প্রামাণিক গ্রন্থ।

পণ্ডিতাচার্য্য শ্রীনারায়ণের 'শ্রীমধ্ববিজয়' ও 'শ্রীমণি-মঞ্জরী', এই উভয় গ্রন্থের উত্তর ভারতে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, আদৌ প্রচার নাই। কিন্তু বৈষ্ণবসম্প্রদায়বৈভববিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে হইলে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের এই গ্রন্থ দুইখানি পাঠ করা অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে হয়। **বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি**'র দ্বিতীয় সংখ্যায় এই পণ্ডিত নারায়ণাচার্য্য প্রণীত 'শ্রীমধ্ববিজয়'-গ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থখানি সানুবাদ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। বর্ত্তমানে শ্রীমধ্ববিজয় লেখকের 'মণি-মঞ্জরী' নাম্নী পুস্তিকাখানিই সানুবাদ প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থখানি অসারবিমুখ সারগ্রাহিগণের নিকট সমাদৃত হইবে বলিয়াই আশা করা যায়, কারণ এই গ্রন্থে অনেক সুন্দর সুন্দর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত স্থান পাইয়াছে। দাক্ষিণাত্যভ্রমণ-কালে শ্রীগৌরসুন্দর জনৈক রামভক্তবিপ্রকে সীতাহরণ-সম্বন্ধে যে সংসিদ্ধান্ত বর্ণন করিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন,—

"ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা—চিদানন্দ মূর্ত্তি।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে তা'রে দেখিতে নাহি শক্তি॥
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক, না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ॥

*　　*　　*

অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য।৯।১৯২,১৯৩,১৯৫

সেই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের অনুরূপ কথাই লেখক রামলীলা প্রসঙ্গে বর্ণন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে সংক্ষেপে কৃষ্ণলীলাও বর্ণিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মায়াবাদিগণের মতবাদ খণ্ডন করিয়া 'শুদ্ধদ্বৈত'বাদও স্থাপিত হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের পরমসুহৃৎ মনোমোহন প্রেসের সত্বাধিকারী কমলাপুর নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে মহাশয় এই গ্রন্থখানির যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য প্রসারের যথার্থ সহায়তা করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট প্রার্থনা তাঁহার শুদ্ধভক্তি-মূলক বৈষ্ণবসাহিত্যের প্রচারে ও প্রসারে এইরূপ সুমতি দিন দিন বৃদ্ধি লাভ করুক। ইতি

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, ঢাকা
উত্থানৈকাদশী-বাসর
২৬ দামোদর, ৪৪০ গৌরাব্দ

শুদ্ধবৈষ্ণবদাসানুদাস
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু
শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী

সূচীপত্র।

মণি-মঞ্জরী

প্রথমঃ সর্গঃ

শ্রীমদ্ধনুমদ্ভীমমধ্বান্তর্গতরামকৃষ্ণবেদব্যাসাত্মক-

লক্ষ্মী-হয়গ্রীবায় নমঃ ॥০॥

গৌড়ীয়-ভাষা-ভাষ্য

শ্রীমান্ হনুমান্, ভীমসেন ও তাঁহাদের অংশী বৈকুণ্ঠ-পবনাবতার শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী-শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদব্যাসাত্মক শ্রীলক্ষ্মীহয়-গ্রীবকে নমস্কার ॥০॥ (শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অনুগত প্রত্যেক ভক্তই এইরূপ বাক্যে গুরুদেব শ্রীমধ্বমুনি ও শ্রীভগবান্‌কে অভিন্নবিগ্রহ-জ্ঞানে প্রণাম করিয়া থাকেন।) *

---

* শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যনির্ম্মিত তন্ত্রসার সংগ্রহ, কৃষ্ণামৃতমহার্ণব, দ্বাদশস্তোত্র, নরসিংহনখ স্তোত্র, ন্যায়বিবরণ এবং গীতাতাৎপর্য্য নির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে আংশিকভাবে এবং সদাচার স্মৃতি নামক গ্রন্থে সম্পূর্ণভাবে "শ্রীমদ্ধনুমদ্ভীমাবতার শ্রীমন্মধ্বান্তর্ব্বর্ত্তী বা শ্রীমন্মধ্বান্তর্গত"—এই পদসমূহের অন্তে 'শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণায়' বা 'শ্রীলক্ষ্মীহয়গ্রীবায়'—এই একবচনান্ত পদসংযোগ করিয়া প্রত্যেক মধ্বভক্ত সম্পাদকই প্রণামরীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্ত্তমান পুস্তিকা রচনাকালেও মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত গ্রন্থকার উক্ত প্রসিদ্ধ রীতির অন্যথাচরণ করেন নাই।

বন্দে গোবিন্দমানন্দজ্ঞানদেহং পতিং শ্রিয়ঃ।
শ্রীমদানন্দতীর্থার্য্যবল্লভং পরমক্ষরম্ ॥১॥
সসর্জ্জ ভগবানাদৌ ত্রীন্‌গুণান্ প্রকৃতেঃ পরঃ।
মহত্তত্ত্বং ততো বিষ্ণুঃ স্মৃষ্টবান্ ব্রহ্মণস্তনুম্ ॥২॥
মহত্তত্ত্বাদহঙ্কারং সসর্জ্জ শিববিগ্রহম্।
দৈবান্ দেহান্ মনঃ খানি খং চ স ত্রিবিধাত্ততঃ ॥৩॥
আকাশাদস্মৃজদ্বায়ুং বায়োস্তেজো ব্যজীজনৎ।
তেজসঃ সলিলং তস্মাৎ পৃথিবীমস্মৃজৎ বিভুঃ ॥৪॥

অনুবাদ।

জ্ঞানানন্দ-বিগ্রহ আর্য্য আনন্দতীর্থের পরমপ্রিয় পরম-অব্যয় লক্ষ্মীনাথ শ্রীগোবিন্দকে বন্দনা করিতেছি ॥১॥

পরব্রহ্ম ভগবান্ বিষ্ণু প্রথমে প্রকৃতি হইতে গুণত্রয় সৃষ্টি করিলেন, গুণত্রয় হইতে ব্রহ্মার দেহস্বরূপ মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি করিলেন ॥২॥

মহত্তত্ত্ব হইতে শিবের দেহস্বরূপ অহঙ্কারতত্ত্ব সৃষ্টি করিলেন। তৎপর তিনি ত্রিবিধ অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা, মনঃ, ইন্দ্রিয় নিচয় ও আকাশের সৃষ্টি করিলেন ; তন্মধ্যে সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মনঃ ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা, রাজস অহঙ্কার হইতে দশ-ইন্দ্রিয়, তামস-অহঙ্কার হইতে পঞ্চমহাভূত সৃষ্টি করিলেন ॥৩॥

সেই পূর্ব্বসম্ভূত আকাশ হইতে বায়ু সৃষ্টি করিলেন এবং বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপাদন করিলেন ॥৪॥

ততঃ কূটস্থমসৃজৎ বিধিং ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহম্ ।
তস্মিংস্তু ভগবান্ ভূয়ো ভুবনানি চতুর্দ্দশঃ ॥৫॥
তাত্ত্বিকানথ দেবান্ কো বৈরাজঃ পুরুষোঽসৃজৎ ।
তথৈব পরমান্ হংসান্ সনকাদীংশ্চ যোগিনঃ ॥৬॥
অসুরান্ দোষরূপানপ্যবিদ্যাং পাঞ্চপর্ব্বণীম্ ।
বর্ণাশ্রমবিশেষাংশ্চ ধর্ম্মকৢপ্তিং চ সোঽসৃজৎ ॥৭॥
মরীচ্যত্র্যাদয়ঃ পুত্রা অভূবন্ পরমেষ্ঠিনঃ ।
মরীচেঃ কশ্যপো জজ্ঞে বামনস্য পিতা বটোঃ ॥৮।

অতঃপর বিশ্বদেহাত্মক কূটস্থ বিধাতাপুরুষকে সৃষ্টি করিলেন। এবং সেই ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহে আবার ভগবান্ চতুর্দ্দশ ভুবন সৃষ্টি করিলেন ॥৫॥

অনন্তর বিরাট্ পুরুষ ব্রহ্মা তাত্ত্বিক দেবতাদিগকে এবং পরমহংস সনকাদি-যোগীদিগকে সৃষ্টি করিলেন ॥৬॥

তারপর তিনি দোষস্বরূপ অসুর, পাঞ্চপর্ব্বণী মায়া*, বর্ণাশ্রম বিশেষ এবং ধর্ম্ম নিয়মের সৃষ্টি করিলেন ॥৭॥

ক্রমে প্রজাপতির মরীচি, অত্রি প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিলেন। মরীচি হইতে বামনদেবের পিতা মহামতি কশ্যপ উৎপন্ন হইলেন ॥৮॥

---

* তামিস্র, অন্ধতামিস্র, তমঃ মোহ, মহাতমঃ—এই পঞ্চপর্ব্বামায়া বা অবিদ্যা ভাঃ ৩।১২।২ ও ৩।২০।১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য। বিস্তার বৈষ্ণবমঞ্জুষা ২য় সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

প্রজাঃ সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধা অবহৎ কশ্যপো দিতিম্ ।
অদিতিং চ দনুং কদ্রুং কীকসাং বিনতামপি ॥৯॥
দিত্যাং ততোঽভবন্ দৈত্যা অদিত্যাঞ্চ সুরাঃ পুনঃ ।
দনৌ তু দানবাঃ কদ্র্বাং নাগা নানা বিষোল্বণাঃ ॥১০॥
কীকসায়াং যাতুধানা বিনতায়াস্তু পক্ষিণঃ ।
মহাবীর্য্যাঃ সুতা আসন্ কশ্যপস্য মহাত্মনঃ ॥১১॥
মানবানাং পিতা জজ্ঞে আদিত্যাৎ কশ্যপাত্মজাৎ ।
মনুর্নাম মহাপ্রাজ্ঞ এতন্মন্বন্তরেশ্বরঃ ॥১২॥

প্রজার উৎপত্তি কামনায় কশ্যপঋষি দিতি, অদিতি, দনু, কদ্রু, কীকসা এবং বিনতানাম্নী কন্যাগণকে বিবাহ করিলেন ॥৯॥

পরে সেই কশ্যপঋষির ঔরসে দিতির গর্ভে দৈত্যগণ, অদিতির গর্ভে দেবতাগণ, দনুর গর্ভে দানবগণ এবং কদ্রুর গর্ভে নানাবিধ তীক্ষ্ণ বিষধরসর্প জন্মগ্রহণ করিল ॥১০॥

আর কীকসার গর্ভে মহাত্মা কশ্যপ হইতে মহাবীর্য্যশালী রাক্ষসগণ এবং বিনতার গর্ভে মহাবীর্য্যশালী পক্ষি সকল উৎপন্ন হইল ॥১১॥

কশ্যপনন্দন সূর্য্যদেব হইতে মানবসমূহের জনক বর্ত্তমান মন্বন্তরাধিপতি মহামতি বৈবস্বত মনু জন্মগ্রহণ করিলেন ॥১২॥

তস্য ঘ্রানাদভূচ্ছ্রীমানিক্ষ্বাকুঃ ক্ষুবতো মনোঃ।
তপস্তপ্ত্বা বিরিঞ্চাৎ স লেভে রঙ্গেশ্বরং হরিম্ ॥১৩॥
বিকুক্ষিঃ সমভূত্তস্য পুরঞ্জয় পুরোগমাঃ।
তদন্বয়ে ব্যজায়ন্ত শূরা রাজর্ষয়ঃ পরে ॥১৪॥
তস্মিন্‌বংশে দশরথো বভূবাত্যন্ত ভাগ্যবান্।
সোঽর্চ্চন্ বৈমানিকং বিষ্ণুং ররক্ষ মহতীং মহীম্ ॥১৫॥
তস্মিন্‌কালে সুরাঃ সর্ব্বে মহারাক্ষসপীড়িতাঃ।
দুগ্ধাব্ধিশায়িনং বিষ্ণুং শরণ্যং শরণং যযুঃ ॥১৬॥

বৈবস্বত মনুর ক্ষুৎকালে (হাঁচিবার সময়ে) তাঁহার নাসিকা হইতে শ্রীমান্ ইক্ষ্বাকু উদ্ভূত হইলেন। তিনি তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মার নিকট বরলাভ করিয়া রঙ্গনাথ শ্রীহরিকে লাভ করিয়াছিলেন ॥১৩॥

ইক্ষ্বাকুর বিকুক্ষি নামে এক পুত্র হইয়াছিল। সেই বিকুক্ষির বংশে পুরঞ্জয় প্রমুখ (কাকুৎস্থ প্রমুখ) অনেক বীরগণ এবং অন্যান্য রাজর্ষিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥১৪॥

সেই বংশেই দশরথ নামে এক মহাভাগ্যবান্ পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন; তিনি বৈমানিক বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া বিশাল পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন ॥১৫॥

মহারাজ দশরথের রাজত্বকালে সমস্ত দেবগণ রাক্ষসদ্বারা উপদ্রুত হইয়া পরিত্রাণকারী ক্ষীরোদশায়ী শ্রীবিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিলেন ॥১৬॥

ত আদিষ্টাঃ শ্রিয়ঃপত্যা জজ্ঞিরে ক্ষিতিমণ্ডলে ।
শাখামৃগাদিভাবেন হনুমান্ মারুতোঽভবৎ ॥১৭॥
অভয়ায় সতাং হত্যৈ রাক্ষসানাং ততো হরিঃ ।
রামনামা দশরথাৎ কৌশল্যায়ামজায়ত ॥১৮॥
ততো লক্ষ্মণশত্রুঘ্নৌ সুমিত্রায়াং বভূবতুঃ ।
কৈকেয্যাং ভরতো জজ্ঞে সদা শুভরতো নৃপাৎ ॥১৯॥
অভ্যবর্দ্ধন্ত সম্যঞ্চঃ কুমারাঃ সুকুমারকাঃ ।
চতুর্ভিশ্চতুরৈঃ পুত্রৈঃ পিতাঽর্থৈরিব নির্ব্বভৌ ॥২০॥

তৎপরে তাঁহারা রমাপতির আদেশে প্লবঙ্গাদি (বানরাদি) যোনি স্বীকার করিয়া ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে হনুমান্ বায়ুর অবতাররূপে আবির্ভূত হন ॥১৭॥

এইরূপে সজ্জনদিগের ভীতি নিবারণ এবং রাক্ষসদিগের বিনাশ সাধনের জন্য ভগবান্ শ্রীহরি, মহাত্মা দশরথের ঔরসে শ্রীমতী কৌশল্যাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া রাম নামে অভিহিত হইলেন ॥১৮॥

অতঃপর ঐ রাজার ঔরসে সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন, এবং কৈকেয়ীর গর্ভে সদা-শুভকার্য্যনিরত ভরতের জন্ম হইল ॥১৯॥

সেই সুন্দরাকৃতি কুমার-চতুষ্টয়ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এবং চতুর্ব্বর্গসদৃশ পুত্রচতুষ্টয় দ্বারা পরিবৃত হইয়া পিতা দশরথ অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২০॥

বিশ্বামিত্রস্ততো যজ্ঞনিঘ্নতো রাক্ষসেশ্বরান্ ।
নিহন্তুমনয়ন্নাথং রামদেবং সলক্ষ্মণম্ ॥২১॥
অটব্যাং তাটকাং হত্বা স সিদ্ধাশ্রমমেয়িবান্ ।
বিধূয় যজ্ঞবিঘ্নাংশ্চ বিদেহবিষয়ং যযৌ ॥২২॥
রাজাদ্যৈঃ পূজিতঃ সোঽথ বিভজ্য ধনুরৈশ্বরম্ ।
জানকীমলভিষ্টোচ্চৈঃ স্তূয়মানঃ সুরেশ্বরৈঃ ॥২৩॥
গচ্ছন্ দেব্যা সহাযোধ্যাং সবসিষ্ঠঃ সহানুজঃ ।
কবিকাব্যযুতজ্যোৎস্নাকান্তবৎ স ব্যরোচত ॥২৪॥

অনন্তর একদা মহাতপা বিশ্বামিত্র, যজ্ঞবিনাশকারী রাক্ষসাধিপতিগণকে বিনাশ করিবার জন্য লক্ষ্মণসহ শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রকে স্বীয় আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন ॥২১॥

গমনপথে বনপ্রদেশে তাড়কানাম্নী রাক্ষসীকে সংহার করিয়া রামচন্দ্র মুনির সিদ্ধাশ্রমে গমন করিলেন, এবং তথায় যজ্ঞবিঘ্নসকল অপসারিত করিয়া, বিদেহ রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥২২॥

শ্রীরামচন্দ্র তথায় রাজগণকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া হরধনু ভঙ্গ করিলেন এবং শ্রীজানকীদেবীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে সুরেশ্বরগণ উচ্চৈঃস্বরে শ্রীরামচন্দ্রের স্তব করিতেছিলেন ॥২৩॥

শ্রীরামচন্দ্র সীতা সমভিব্যাহারে বশিষ্ঠ ও লক্ষ্মণসহ অযোধ্যায় যাইতে যাইতে বৃহস্পতি ও শুক্র সন্নিধানে জ্যোৎস্নাসহ বিরাজমান চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন ॥২৪॥

প্রবিশ্য নগরীং তত্র প্রবন্দ্য পিতরং তথা ।
মাতৃশ্চ পূজিতঃ সর্ব্বৈঃ স রেমে সুখচিত্তনুঃ ॥২৫॥
রামরাজ্যাভিষেকায় দধ্রে দশরথো মনঃ ।
নিজঘ্নে সতু কৈকেয্যা মৎসুতো গামবেদিতি ॥২৬॥
রামদেবস্তদা সীতা লক্ষ্মণাভ্যাং সমন্বিতঃ ।
বনংপ্রতি যযৌ নিঘ্নন্নশেষানপিরাক্ষসান্ ॥২৭॥

ক্রমে অযোধ্যা নগরে প্রবেশ করিয়া আনন্দচিদ্‌ঘনতনু দাশরথি, জনক ও জননীগণের পাদ বন্দনা করিয়া, প্রজা সকলের পূজা গ্রহণপূর্ব্বক পরম সুখোপভোগ করিতে লাগিলেন ॥২৫॥

রাজা দশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতে অভিলাষী হইলে; মহিষী কৈকেয়ী, 'আমার পুত্র ভরত রাজ্যপালন করিবে' এইরূপ বাক্যবাণে আহত করিয়া তাঁহাকে নিহত করিলেন। (কিছুকাল পূর্ব্বে কৈকেয়ীর সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দুইটী বর দিতে রাজা দশরথ প্রতিশ্রুত হন, কৈকেয়ী দেবী, সময়ে ঐ বর লইবেন বলেন, অতঃপর রামের রাজ্যাভিষেককালে "রামের বনগমন ও ভরতের রাজ্যলাভ" এই দুইবর প্রার্থনা করেন। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে দুই বর দিয়া রামের বনগমনের পর রাজা শোকে প্রাণত্যাগ করেন।) ॥২৬॥

বিমাতা কৈকেয়ীর বাক্যে, দেবীসীতা ও লক্ষ্মণসহ শ্রীরামচন্দ্র বনগমন করিলেন, এবং তথায় বহু রাক্ষসের বিনাশ সাধন করিলেন ॥২৭॥

ধ্বস্তকর্ণাং বিঘোণাঞ্চ কারয়ামাস রাক্ষসীম্ ।
লঙ্কেশভগিনীং রামো লক্ষ্মণেনানুজন্মনা ॥২৮॥
রামবিপ্রকৃতঃ ক্রব্যাৎ প্রতিকর্ম্মচিকীর্ষয়া ।
আজগাম সহানীকঃ খরো দূষণসংযুতঃ ॥২৯॥
তান্ জঘান রমানাথো রামো রাজীবলোচনঃ ।
লীলয়ৈব পরানন্দঃ সুরকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥৩০॥
রামঃ পুরস্তাৎ পরতোঽপি রামো
রামঃ পরংদিক্ষু বিদিক্ষু রামঃ ।
রামৈরনন্তৈরিতি বিশ্বরূপো
নিঘ্নন্নরাতীন্ বিররাজ রামঃ ॥৩১॥

তিনি অনুজ লক্ষ্মণের দ্বারা লঙ্কাধিপতি রাবণভগিনী শূর্পণখার নাসা ও কর্ণচ্ছেদন করাইলেন ॥২৮॥

এইরূপে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া, তাহার প্রতিহিংসা সাধন করিবার জন্য সেনাপতি দূষণসহ বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে রাক্ষস খর তথায় উপস্থিত হইল ॥২৯॥

তখন দেবতাদিগের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত পরানন্দবিগ্রহ কমললোচন সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্র অনায়াসেই সেই সমস্ত রাক্ষসদিগকে বধ করিলেন ॥৩০॥

যুদ্ধকালে রাক্ষসগণের অগ্র-পশ্চাৎ-দিক্-বিদিক্ সর্ব্বত্র অসংখ্য রামমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছিল। এইরূপে শত্রুনিধনপূর্ব্বক বিশ্বরূপ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র শোভিত হইয়াছিলেন ॥৩১॥

ইতি শ্রীমৎ কবিকুলতিলক শ্রীমত্রিবিক্রমপণ্ডিতাচার্য্যসুত শ্রীমন্নারায়ণপণ্ডিতাচার্য্যবিরচিতায়াং মণিমঞ্জর্য্যাং প্রথমঃ সর্গঃ ॥১॥

ইতি শ্রীমৎকবিকুলতিলক শ্রীমত্রিবিক্রমপণ্ডিতাচার্য্যপুত্র শ্রীমন্নারায়ণ-পণ্ডিতাচার্য্য-বিরচিত-মণিমঞ্জরীর প্রথম সর্গের গৌড়ীয় ভাষাভাষ্য সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

ততো দূরং গতে রামে রাবণঃ সহলক্ষ্মণে।
সীতেয়ং নীয়ত ইতি মত্বা নিন্যে তদাকৃতিম্ ॥১॥
রামান্তিকে স্থিতা দেবী ন মন্দৈঃ সমদৃশ্যত।
রূপান্তরেণ কৈলাসং গতা নিত্যাবিয়োগিনী ॥২॥
নিত্যং পশ্যন্ নিজাং দেবীং পূর্ণসন্তোষসংভৃতঃ।
রামো ন দৃশ্যতে দেবীত্যভূৎ সঙ্কটবানিব ॥৩॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত (মায়ামৃগ ধরিতে) আশ্রম হইতে দূরে গমন করিলে, রাবণ সীতাভ্রমে তাঁহার ছায়াময়ী মূর্ত্তি অপহরণ করিয়াছিল ॥১॥

ভগবানের নিত্যসহচরী মহাশক্তিস্বরূপিনী সীতাদেবী, অজ্ঞজনের অজ্ঞাতসারে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট অবস্থিত থাকিয়াও রূপান্তর গ্রহণপূর্ব্বক কৈলাসে গমন করিলেন ॥২॥

নিত্যানন্দময় শ্রীরামচন্দ্র নিজ দেবীকে সতত দেখিয়াও যেন দেখিতে পাইতেছেন না—এমনই সঙ্কটাপন্ন ব্যক্তির ভাবধারণ করিয়াছিলেন ॥৩॥

প্রভঞ্জনসুতঃ শ্রীমানাঞ্জনেয়ো নিরঞ্জনঃ।
ননাম ভক্তিসংপূর্ণো রামং রাজীবলোচনম্ ॥৪॥
রাম স্বামিন্ নমস্তুভ্যং দুষ্টান্ জহি নিজানব।
নির্দুঃখানন্দলীলাত্মন্নিত্যস্তৌৎ স নিজং গুরুম্ ॥৫॥
স বনান্তরমাসাদ্য রামঃ সুগ্রীবমৈক্ষত।
তেন সখ্যং সমাসাদ্য নিজঘান তদগ্রজম্ ॥৬॥
ততো সুগ্রীবসন্দিষ্টা বানরা দিক্ষু সর্ব্বশঃ।
প্রসস্রুর্নিপুণা বীরাঃ সীতামার্গণতৎপরাঃ ॥৭॥

এই সময় অবিদ্যাদি দোষরহিত পবনদেবের ঔরসে অঞ্জনাগর্ভ-সম্ভূত হনুমান্, ভক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া রাজীবলোচন রামচন্দ্রকে নমস্কার করিলেন ॥৪॥

হে রাম, হে স্বামিন্, হে নির্ম্মলানন্দবিগ্রহ, তুমি শত্রুদিগকে বিনাশ কর এবং নিজজনকে রক্ষা কর, এইরূপে হনুমান্ নিজ গুরু শ্রীরামচন্দ্রের স্তব করিয়াছিলেন ॥৫॥

শ্রীরামচন্দ্র বনান্তরে উপস্থিত হইলে সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি তথায় সুগ্রীবের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালির বধসাধন করিলেন ॥৬॥

তখন সুগ্রীবের আদেশে কর্ম্মদক্ষবীর বানরসকল সীতাদেবীর অন্বেষণার্থ সমস্ত দিকে গমন করিল ॥৭॥

দক্ষিণাং ককুভং গত্বা হনুমানম্ভসাং নিধিম্ ।
অতিলঙ্ঘ্য ততোলঙ্কাং সীতাকৃতিমবৈক্ষত ॥৮॥
রামাঙ্গুরীয়কং দেব্যৈ দত্বা চূড়ামণিং ততঃ ।
সংগৃহ্য জানকীং ভক্ত্যা নত্বাঽসাবারোহত্তরুম্ ॥৯॥
বনং বিশকলয্যোচ্চৈ রাক্ষসানক্ষ পূর্ব্বকান্ ।
নিহত্য মারুতির্লঙ্কামদহৎ পুচ্ছবহ্নিনা ॥১০॥
ততো রত্নাকরং তীর্ত্বা বানরেন্দ্রৈঃ সভাজিতঃ ।
দত্বা চূড়ামণিং ধন্যঃ প্রাপ্য রামায় সোঽনমৎ ॥১১॥

হনুমান্ দক্ষিণদিকে গমন করিয়া সমুদ্র পার হইলেন। তিনি লঙ্কাতে সীতার আকৃতি দর্শন করিলেন ॥৮॥

হনুমান্ সীতাদেবীকে শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়া দেবীর নিকট হইতে চূড়ামণি গ্রহণ এবং ভক্তির সহিত তাঁহাকে নমস্কার করিয়া, বৃক্ষারোহণ করিলেন ॥৯॥

তৎপরে হনুমান্ অশোকবন ভগ্ন করিয়া, অক্ষ প্রভৃতি রাক্ষসদিগকে হত্যা করিলেন ; এবং শত্রুকর্ত্তৃক স্বীয় লাঙ্গুলসংলগ্ন অগ্নিদ্বারা লঙ্কা দগ্ধ করিলেন ॥১০॥

এইরূপে ধন্যাত্মা হনুমান্ সমুদ্রলঙ্ঘন করিয়া প্রধান প্রধান বানরগণকর্ত্তৃক সম্মানিত হইলেন ; এবং শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে আসিয়া তাঁহাকে দেবীপ্রদত্তচূড়ামণি প্রদান করিয়া প্রণাম করিলেন ॥১১॥

রামো হনুমতা সার্দ্ধং লক্ষ্মণেন চ ধীমতা ।
সুগ্রীবেন সসৈন্যেন কীনাশহরিতং যযৌ ॥১২॥
স সেতুং দক্ষিণাম্ভোধৌ বন্ধয়ামাস মর্কটৈঃ ।
সসৈন্যো বর্ত্মনা তেন নক্তঞ্চরপুরং যযৌ ॥১৩॥
নিজঘ্নূ রাক্ষসানীকং বানরাঃ সহলক্ষ্মণাঃ ।
হনূমান্ ভগবৎপ্রীত্যৈ জঘানাতিবলান্ রিপূন্ ॥১৪॥
সোঽজীবয়ন্ মহারক্ষো মোহিতান্ সর্ব্ববানরান্ ।
গন্ধমাদনমানীয় তদ্গতৌষধিবায়ুনা ॥১৫॥

শ্রীরামচন্দ্র ধীমান্ লক্ষ্মণ, হনুমান্ ও সসৈন্য সুগ্রীবের সহিত দক্ষিণদিকে গমন করিলেন ॥১২॥

পরে তিনি বানরগণের দ্বারা দক্ষিণসাগরে সেতুবন্ধন এবং সৈন্যসামন্তসমভিব্যাহারে সেতুপথে সাগর অতিক্রম করিয়া রাক্ষস-পুরীতে উপনীত হইলেন ॥১৩॥

লক্ষ্মণসহ বানরগণ বহু রাক্ষসসৈন্য বধ করিল। হনুমান ভগবান রামচন্দ্রের সন্তোষ সাধনার্থ অতিশয় শক্তিশালী শত্রুদিগকে হত্যা করিলেন ॥১৪॥

তিনি গন্ধমাদন-পর্ব্বত আনয়ন করিয়া তজ্জাত ঔষধি-সংস্পৃষ্ট বায়ুর দ্বারা রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক মোহপ্রাপ্ত বানরসমূহকে সঞ্জীবিত করিলেন ॥১৫॥

অসংখ্যান্ রাক্ষসান্ হত্বা কুম্ভকর্ণঞ্চ রাবণম্।
রামো বিভীষণং রক্ষসাম্রাজ্যে সোঽভ্যষেচয়ৎ ॥১৬॥
অশোকমূলমাসাদ্য দর্শয়ামাস জানকীম্।
নিত্যাবিয়োগিনীং দেবীং রামো মন্দদৃশামপি ॥১৭॥
হনুমৎপ্রমুখৈঃ সার্দ্ধং দেব্যা চ পুরুষোত্তমঃ।
আরুহ্য পুষ্পকং রামো জগাম নগরীং নিজাম্ ॥১৮॥
ভরতো ভক্তিভরিতো রামমভ্যেত্য নির্বৃতঃ।
পপাত পাদয়োস্তস্য কৃষ্ণস্যেব শ্বফল্কজঃ ॥১৯॥
তমুত্থাপ্য পরিষ্বজ্য রাঘবোঽন্তঃ পুরংগতঃ।
সংপূজিতো জনৈঃ সর্ব্বৈর্জ্জননীমভ্যবন্দত ॥২০॥

অসংখ্য রাক্ষসবধের পর কুম্ভকর্ণ এবং রাবণকে বিনাশ করিয়া, শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে রক্ষোরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥১৬॥

রামচন্দ্র তাঁহার নিত্যসহচরী সীতাদেবীকে অজ্ঞানান্ধজন সমক্ষে অশোকমূল আশ্রয়কারিণী বলিয়া প্রতীয়মান করাইয়াছিলেন ॥১৭॥

অনন্তর পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেবী এবং হনুৎপ্রমুখ সৈন্যগণের সহিত পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া নিজনগরী অযোধ্যাতে উপনীত হইলেন ॥১৮॥

শ্রীরামচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া ভরত, শ্রীকৃষ্ণসঙ্গত অক্রুরের ন্যায় সানন্দচিত্তে ভক্তিভরে তদীয় পাদমূলে পতিত হইলেন ॥১৯॥

শ্রীরামচন্দ্রও ভরতকে উত্তোলন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। পরে অন্তঃপুরে গমন করিয়া পৌরজনসমূহ দ্বারা পূজিত হইয়া, জননীর পাদ বন্দনা করিলেন ॥২০॥

রামো রাজ্যাভিষিক্তঃ সন্ শশাস জগতীং প্রভুঃ।
ধর্ম্মানশিক্ষয়ৎ পূর্ণো বুভুজে সম্পদঃ সুখী ॥২১॥
সনকাদীংশ্চ তদ্বংশ্যান্ মুনীনন্যাংশ্চ মারুতিঃ।
রামান্তিকে শ্রুতিব্যাখ্যা বিশেষান্ সমশিক্ষয়ৎ ॥২২॥
সুরাণকাং স্তমো নেতুং তত্যাজেব স জানকীম্।
ব্যপ্তত্বান্নিরবদ্যত্বাৎ তস্যাস্ত্যাগঃ কথং ভবেৎ ॥২৩॥
স্বাত্মানং যজ্ঞপুরুষং যজ্ঞেনাযজতাথ সঃ।
তত্রাহ্গতা সতী সীতা বেদ্যামন্তর্দ্দধে কিল ॥২৪॥

পূর্ণব্রহ্ম প্রভু শ্রীরামচন্দ্র রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া ধরনীশাসন এবং ধর্ম্মশিক্ষা দান করিয়া সুখে সম্পদ ভোগ করিতে লাগিলেন ॥২১॥

পবন-নন্দন হনুমান্, শ্রীরাম দর্শনে সমাগত সনকাদি ঋষি এবং তদ্‌বংশীয় অপর মুনিগণকে শ্রুতির বিশেষ ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন ॥২২॥

শ্রীরামচন্দ্র অসুরস্বভাবসম্পন্ন জনসমূহকে মোহিত করিবার জন্য সীতা পরিত্যাগের অভিনয় মাত্র করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই বিশুদ্ধস্বভাবা সর্ব্বব্যাপিনী ভগবচ্ছক্তির ত্যাগ কদাচ সম্ভবপর নহে ॥২৩॥

ইহার পর শ্রীরামচন্দ্র যখন যজ্ঞপুরুষরূপ নিজেরই যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তখন সেই যজ্ঞস্থলীতে আগমন করিয়া সীতাদেবী যজ্ঞবেদীতে অন্তর্হিতা হইলেন ॥২৪॥

ধর্ম্মং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ বর্ত্তয়ামাস রাঘবঃ।
প্রাবোচন্ মরুতঃ সূনুঃ সম্পদো ননৃতুস্তদা ॥২৫॥
প্রকৃত্যা পরমা হংসা ব্রহ্মণো মানসাঃ সুতাঃ।
সনকাদ্যাস্ততঃ শ্রুত্বা ব্যাচখ্যুস্তত্ত্বমঞ্জসা ॥২৬॥
নমো রামায় রামায় রাম রাম নমোঽস্তুতে।
রামঃ স্বামী গতী রাম ইতি লোকা বিচুক্রুশুঃ ॥২৭॥
দেবো জিগমিষুর্ধাম স্বীয়মভ্যর্থিতঃ সুরৈঃ।
দুগ্ধাব্ধিং প্রযযৌ শেষো লক্ষ্মণো রামচোদিতঃ ॥২৮॥

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ধর্ম্মশাস্ত্র, সাংখ্য ও যোগ প্রবর্ত্তিত করিলেন। (তৎসকাশে শিক্ষাপ্রাপ্ত) শ্রীহনুমান্ সেই শাস্ত্রবাক্য সর্ব্বত্র কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তাহাতে তৎকালে রামরাজ্যে পূর্ণ সমৃদ্ধি বিরাজ করিতেছিল ॥২৫॥

ব্রহ্মার মানসপুত্র পরমহংস সনকাদি ঋষিগণ হনুমানের নিকট হইতে সেই সাংখ্য-যোগাদি শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া তাহাই যথার্থরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥২৬॥

হে রাম, হে রাম,—হে রাম রাম, আপনাকে নমস্কার করি। 'রামই পতি, রামই গতি'—এই বলিয়া জনগণ শ্রীরামের স্তব করিয়াছিলেন ॥২৭॥

অনন্তর দেবগণের প্রার্থনায় শ্রীরামচন্দ্র নিজধামে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন শেষরূপী লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ক্ষীর-সাগরে গমন করিলেন ॥২৮॥

সমায়াত সমায়াত যে যে মোক্ষপদেচ্ছবঃ।
এবমাঘোষয়দ্রামো দূতৈর্দ্দিক্ষু সমন্ততঃ ॥২৯॥
অথোত্তরাং দিশং দেবঃ প্রতস্থে সহ সীতয়া।
বানরাদ্যৈর্নরাদ্যৈরপ্যসংখ্যৈর্জন্তুভির্বৃতঃ ॥৩০॥
তেষাং মোক্ষপদং দত্বাঽভ্যনুজ্ঞাপ্য মরুৎসুতম্।
রাঘবঃ সীতয়া সার্দ্ধং বিবেশ স্বং পরং পদম্ ॥৩১॥
সত্যেন ভক্ত্যা চ বিরক্তিমত্যা মত্যা চ ধৃত্যা চ
তপস্যয়াচ।
হারাম রামেতি সদোপগায়ন্ প্রাভঞ্জনিঃ
কিম্পুরুষেষু রেমে ॥৩২॥

ভূলোক ত্যাগ করিবার সময় শ্রীরামচন্দ্র দূতদ্বারা দিকে দিকে এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যাহারা যাহারা মোক্ষপদ কামনা কর, তাহারা সত্বর সমাগত হও সমাগত হও ॥২৯॥

তৎপরে তিনি নর-বানরাদি অসংখ্যপ্রাণিগণে পরিবৃত হইয়া, সীতাসহ উত্তর দিগভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥৩০॥

তিনি সেই সমাগত প্রাণি সকলকে প্রার্থিত মোক্ষপদ প্রদান এবং প্রিয়ভক্ত হনুমানকে স্বীয় প্রীতি-সাধন-সেবায় আজ্ঞা দান করিয়া, সীতা সহ স্বকীয় পরমধামে প্রবেশ করিলেন ॥৩১॥

তখন শ্রীহনুমান, সত্যনিষ্ঠা, ভক্তিবিরাগযুক্তমতি, ধৃতি ও তপস্যাদ্বারা সতত "হা রাম হা রাম" এই নাম সদা কীর্ত্তন করিতে করিতে কিম্পুরুষবর্ষে সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৩২॥

ইতি শ্রীমৎকবিকুলতিলক শ্রীমত্রিবিক্রমপণ্ডিতাচার্য্যসুত শ্রীমন্নারায়ণপণ্ডিতাচার্য্যবিরচিতায়াং মণিমঞ্জর্য্যাং দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥২॥

ইতি শ্রীমৎকবিকুলতিলক শ্রীমত্রিবিক্রমাচার্য্যসুত শ্রীমন্নারায়ণপণ্ডিতাচার্য্যবিরচিত মণিমঞ্জরীর দ্বিতীয়সর্গের গৌড়ীয়-ভাষা-ভাষ্য-সমাপ্ত ॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

হিমাংশোরত্রিপুত্রস্য বুধো নাম সুতোঽভবৎ ।
পুরূরবা মহারাজস্তস্য পুত্রো ব্যজায়ত ॥১॥
তস্যায়ুরভবৎ পুত্রো নহুষস্তস্য নন্দনঃ ।
যযাতিরভবৎ তস্য নন্দনো বলবীর্য্যবান্ ॥২॥
দেবযানীঞ্চ শর্ম্মিষ্ঠাং স উবাহ প্রিয়ে উভে ।
প্রথমোশনসঃ পুত্রী দ্বিতীয়া বৃষপর্ব্বণঃ ॥৩॥
যদুঞ্চ তুর্ব্বসুং রাজা দেবযান্যামজীজনৎ ।
দ্রুহ্যুং চানুঞ্চ পুরুঞ্চ শর্ম্মিষ্ঠায়ামজীজনৎ ॥৪॥

অত্রিপুত্র চন্দ্রদেবের বুধ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই বুধের পুত্র মহারাজ পুরূরবা ॥১॥

পুরূরবার পুত্র আয়ুঃ। আয়ুর পুত্র নহুষ। বলবীর্য্যবান্ যযাতি, নহুষের পুত্র ॥২॥

যযাতি, শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী এবং অসুররাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ॥৩॥

তিনি দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু, এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥৪॥

যদোর্ব্বংশে তু রাজানঃ কার্ত্তবীর্য্য পুরোগমাঃ ।
বভূবুর্ভগবদ্ভক্তা স্তপোজ্ঞানপরায়ণাঃ ॥৫॥
পুরোর্ব্বংশে তু রাজান আসন্ দৌষ্মন্তিপূর্ব্বকাঃ ।
তেষাং কীর্ত্ত্যা চ বিক্রান্ত্যা সমস্তাঃ পূরিতা দিশঃ ॥৬॥
ভূভারহরণাপেক্ষা স্তস্মিন্‌কালে দিবৌকসঃ ।
দুগ্ধাব্ধিশায়িনং বিষ্ণুং শরণ্যং শরণং যযুঃ ॥৭॥
বিপ্রক্ষত্রাদিভাবেন ত আদিষ্টাঃ সুরাদয়ঃ ।
বভূবুর্ভগবৎসেবাং বিধিৎসন্তঃ সমস্তশঃ ॥৮॥
বরুণঃ শন্তনুর্নাম পুরোর্ব্বংশে ব্যজায়ত ।
বিচিত্রবীর্য্যস্তস্যাসীৎ পুত্রশ্চিত্রাঙ্গদানুজঃ ॥৯॥

যদুর বংশে কার্ত্তবীর্য্য-প্রমুখ তপোজ্ঞানপরায়ণ ভগবদ্ভক্তরাজগণ জন্মগ্রহণ করিলেন ॥৫॥

পুরুর বংশে (দুষ্মন্তের পুত্র) ভরতপ্রমুখ-রাজগণ উৎপন্ন হইলেন। তাঁহাদের কীর্ত্তি ও বিক্রমদ্বারা সমস্ত দিগ্‌দেশ পরিপূর্ণ হইল ॥৬॥

তৎকালে পৃথিবীর ভারহরণাভিলাষে সমস্ত দেবগণ ক্ষীর-সাগরশায়ী শরণ্য শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন ॥৭॥

অতঃপর শ্রীভগবানের সেবাবিধানেচ্ছু সমস্ত সুরগণ তদীয়-আদেশক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদিকুল আশ্রয় করিয়া পৃথিবীতে প্রকটিত হইলেন ॥৮॥

বরুণদেব পুরুর বংশে শান্তনুরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। শান্তনুর দুই পুত্র ; চিত্রাঙ্গদ জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ বিচিত্রবীর্য্য ॥৯॥

ধৃতরাষ্ট্রশ্চ পাণ্ডুশ্চ তস্য পুত্রৌ বভূবতুঃ।
পাণ্ডোঃ কুন্তী চ মাদ্রী চ দ্বে ভার্য্যে ধর্ম্মকোবিদে ॥১০॥
স পাণ্ডুর্মুনিশাপেন স্ত্রীসঙ্গমসুখং জহৌ।
ভর্ত্রাজ্ঞয়া সুতং কুন্তী ধর্ম্মাল্লেভে যুধিষ্ঠিরম্ ॥১১॥
ধৃতরাষ্ট্রস্য গান্ধার্য্যামাসন্ দুর্য্যোধনাদয়ঃ।
বধায় মারুতিস্তেষাং ভীমং কুন্ত্যামজীজনৎ ॥১২॥
সা লেভে বাসবাজ্জিষ্ণুং যমৌ মাদ্রীচ দস্রয়োঃ।
বনেঽবর্দ্ধন্ত বৎসাস্তে পাণ্ডুনা পরিরক্ষিতাঃ ॥১৩॥

বিচিত্র বীর্য্যের ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুই পুত্র। পাণ্ডুর কুন্তী ও মাদ্রী নাম্নী ধর্ম্মিষ্ঠা দুই পত্নী ছিলেন ॥১০॥

পাণ্ডু, মুনিশাপে স্ত্রী-সঙ্গম-সুখে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। স্বামীর আদেশক্রমে কুন্তী ধর্ম্মের ঔরসে যুধিষ্ঠির নামে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন ॥১১॥

ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর গর্ভে দুর্য্যোধনাদি শত পুত্র উৎপাদন করিলেন। তাহাদের বধের নিমিত্ত পবনদেব, কুন্তীর গর্ভে ভীমসেনের জন্ম দান করেন ॥১২॥

পরে কুন্তীদেবী বাসবের ঔরসে অর্জ্জুনকে লাভ করিলেন। আর মাদ্রী অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে দুই যমজপুত্রের জননী হইলেন। পিতা পাণ্ডুকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া সেই সন্তানসকল বনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন ॥১৩॥

এবং পাঞ্চাল বাহ্লীকা অবর্দ্ধন্ত মহাবলাঃ।
আহুকাদ্ যাদবাদুগ্রসেনোঽভূদ্দেবকস্তথা ॥১৪॥
দেবকস্য সুতা জজ্ঞে দেবকী দেবসম্মতা।
বসুদেব উবাহৈনাং যাদবঃ শূরনন্দনঃ ॥১৫॥
তত্র প্রাদুরভূদ্দেবঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।
দম্পত্যোরনয়োরাশাঃ পূরয়ন্ সুরকার্য্যবান্ ॥১৬॥
বসুদেবস্য রোহিণ্যাং ততঃ পূর্ব্বমজায়ত।
অনন্তো বলবত্ত্বেন বলভদ্র ইতীরিতঃ ॥১৭॥

এইরূপে পাঞ্চাল এবং বাহ্লীকনৃপকুলও বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। যদুকুলসম্ভূত আহুক হইতে উগ্রসেন এবং দেবক নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন ॥১৪॥

দেবকের দেবগণেরও মাননীয়া দেবকী নাম্নী এক কন্যা হইল। যদুকুল সম্ভূত শূরনন্দন বসুদেব সেই কন্যাকে বিবাহ করিলেন ॥১৫॥

অতঃপর দেবতাদিগের ভূভার-হরণকার্য্য সাধন এবং ঐ দম্পতীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য, সনাতন পুরুষ পরমাত্মা-শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥১৬॥

তৎপূর্ব্বে বসুদেবের অপরা পত্নী রোহিণীর গর্ভে অনন্তদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি বলবত্তাহেতু বলভদ্র নামে বিখ্যাত ॥১৭॥

জ্ঞানানন্দতনুং শ্যামং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ।
ব্যক্তমাত্রং হরিং দৃষ্ট্বা তুষ্টাবানকদুন্দুভিঃ ॥১৮॥
স্বাজ্ঞয়া স ব্রজং নীতঃ কংসাদ্ভীতেন শৌরিণা ।
শিশুরূপো যশোদায়াঃ শায়িতঃ শয়নে শনৈঃ ॥১৯॥
চণ্ডিকাং তৎক্ষণোদ্ভূতাং নীত্বা যাদবনন্দনঃ ।
দেবক্যাঃ শয়নে ন্যস্য পূর্ব্ববদ্বন্ধমাযযৌ ॥২০॥
তাং কন্যাং কংস আনীয় নিহন্তুমুপচক্রমে ।
মৃত্যুস্তেজাত ইত্যুক্ত্বা সোৎপপাত নভস্তলম্ ॥২১॥

জ্ঞানানন্দ-ঘন, শ্যামবর্ণ, শঙ্খচক্রগদাধর শ্রীহরিকে অবতীর্ণ অবলোকন করিয়াই আনকদুন্দুভি (অর্থাৎ বসুদেব) পরমানন্দ লাভ করিলেন ॥১৮॥

কংসভীত বসুদেব, সেই শিশুরূপ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারই অনুজ্ঞায় ব্রজপুরে লইয়া গিয়া যশোদার সূতিকাশয্যায় শায়িত করিয়া রাখিলেন ॥১৯॥

যাদব-নন্দন বসুদেব তৎকালে তথায় আবির্ভূতা কন্যারূপা চণ্ডিকাকে গ্রহণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন; এবং তাহাকে দেবকীর শয্যায় রক্ষা করিয়া পূর্ব্ববৎ বন্ধনাবস্থায় রহিলেন ॥২০॥

কংস সেই কন্যাকে আনয়ন করিয়া বধ করিতে উদ্যত হইলে, ঐ কন্যা "তোর অন্তক জন্মগ্রহণ করিয়াছে" বলিয়া নভোমণ্ডলে উত্থিতা হইলেন ॥২১॥

জাতমাত্রান্ কুমারান্ স নিহন্তুমদিশজ্জনান্ ।
হিংসাবিহারা দুষ্টাস্তে নিজঘ্নুর্ব্বালকান্ ভুবি ॥২২॥
জগাম গোকুলং দুষ্টা ধাত্রী কংসস্য পূতনা ।
কৃষ্ণমাদত্ত সা হন্তুং তাং জঘান রমাপতিঃ ॥২৩॥
শায়িতঃ শকটস্যাধঃ শকটাক্ষং জঘান সঃ ।
অমীমরৎ তৃণাবর্ত্তং তেনোন্নীতঃ স লীলয়া ॥২৪॥
গর্গোঽথ শৌরিণাদিষ্টশ্চকার-ক্ষত্রিয়োচিতান্ ।
সংস্কারান্নামচামুষ্য সবলস্য ব্রজং গতঃ ॥২৫॥

অনন্তর কংস সর্ব্বত্র শিশুদিগকে জাতমাত্রই হত্যা করিবার জন্য অনুচরগণকে আদেশ করিলেন। তদনুসারে সেই হিংসামোদী দুষ্টগণ ভূমণ্ডলে বালকসকলকে সংহার করিতে লাগিল ॥২২॥

কংসের ধাত্রী দুষ্টা পূতনা গোকুলে গমন করিয়া বধ করিবার জন্য কৃষ্ণকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিলে, তদীয় শ্রীঅঙ্গস্থিত (ভূভারহারী) বিষ্ণু তাহাকে সংহার করিলেন ॥২৩॥

একদা শ্রীকৃষ্ণ যশোদাকর্ত্তৃক শকটের তলদেশে শায়িত হইয়া পদাঘাতে শকটভঙ্গ করিয়াছিলেন তাহাতে শকটাসুর নিহত হইল। তৃণাবর্ত্ত নামক দৈত্য তাঁহাকে ঊর্দ্ধদেশে লইয়া গেলে তিনি তাহাকে অনায়াসে বধ করিয়াছিলেন ॥২৪॥

অতঃপর, বসুদেব কর্ত্তৃক নিযুক্ত গর্গমুনি ব্রজধামে গমন করিয়া ক্ষত্রিয়োচিত বিধি-অনুসারে বলভদ্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নামকরণাদি সংস্কার সমাধান করিলেন ॥২৫॥

প্রাঙ্গণে রিঙ্গণং কুর্ব্বন্নর্ভকৈঃ সহমাধবঃ।
লীলাভির্ভাবগর্ভাভির্জনমানন্দয়ন্ বভৌ ॥২৬॥
জঘাস মৃত্তিকাং দেবঃ কদাচিল্লীলয়া হরিঃ।
মাত্রোপালব্ধ আস্যে স্বে ব্যাত্তে বিশ্বমদর্শয়ৎ ॥২৭॥
দধ্যমত্রং বিভজ্যেশঃ কদাচিচ্চন্দ্রসন্নিভম্।
নবনীতং সমাদায় রহো গত্বা জঘাস চ ॥২৮॥
জনন্যোলূখলে বদ্ধঃ সোর্জ্জুনাবুদমূলয়ৎ।
নলকূবরমণিগ্রীবৌ মোচয়ামাস শাপতঃ ।২৯॥

ব্রজ বালকগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গনে ক্রীড়া করিতে করিতে নানাবিধ ভাবপূর্ণ লীলাবিলাস প্রদর্শন করিয়া ব্রজজনসমূহের আনন্দবিধানপূর্ব্বক শোভা পাইয়াছিলেন ॥২৬॥

একদা তিনি বাল্যলীলাচ্ছলে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে মাতা যশোদা তাঁহাকে তিরস্কার করেন; তখন তিনি বদন ব্যাদন করিয়া মাতাকে মুখমধ্যে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন ॥২৭॥

কখনও তিনি দধিভাণ্ড ভঙ্গ করিয়া, তাহা হইতে চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র নবনীত লইতেন এবং নির্জ্জন স্থানে যাইয়া তাহা ভোজন করিতেন ॥২৮॥

(দধিভাণ্ড ভঞ্জন-অপরাধে) শ্রীকৃষ্ণ জননীকর্তৃক উলুখলে বদ্ধ হইয়া তদবস্থায় যমলার্জ্জুন নামক দুইটি বৃহদ্ বৃক্ষকে উৎপাটিত

বৃন্দাবনং যিযাসুঃ সন্ নন্দসূনুর্বৃহদ্বনে।
সসর্জ্জ রোমকূপেভ্যো বৃকান্ ব্যাঘ্রসমান্ বলে ॥৩০॥
তত্রোৎপাতভিয়া গোপাঃ পীড্যমানা ব্রজালয়াঃ।
সহিতা রামকৃষ্ণাভ্যাং আপুর্ব্বৃন্দাবনং বনম্ ॥৩১॥
স পালয়ন্ গোপকবালবৃন্দৈ-
র্বলেন সাকং পশুবৎসযূথান্।
নিহত্যবৎসাসুরমাদিদেবো
বকঞ্চ গোপালকতামবাপ ॥৩২॥

করিয়াছিলেন। নলকূবর ও মণিগ্রীব নামে বিদিত কুবের পুত্রদ্বয়, নারদ ঋষির অভিশাপে ঐরূপ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে এইভাবে শাপ হইতে মুক্ত করিলেন ॥২৯॥

বৃন্দাবনে যাইবার ইচ্ছা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ একদিন ব্রজস্থিত 'মহাবনে' প্রবেশ করিয়া তাঁহার রোমকূপ হইতে ব্যাঘ্রের ন্যায় বলশালী বৃকসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥৩০॥

তখন উৎপাত ভয়ে আর্ত্ত ব্রজবাসিগণ রাম ও কৃষ্ণকে লইয়া অতিসুন্দর বৃন্দাবনবনে উপনীত হইলেন ॥৩১॥

এইরূপে বৃন্দাবনে আদিদেব শ্রীকৃষ্ণ বলদেবসহ বক ও বৎসাসুর-নিধন, এবং গো, গোবৎস ও গোপ-বালকগণকে রক্ষা করিয়া তথায় গোপাল নামে অভিহিত হইয়াছিলেন ॥৩২॥

ইতি শ্রীমৎকবিকুলতিলক শ্রীমত্রিবিক্রমপণ্ডিতাচার্য্যসুত শ্রীমন্নারায়ণপণ্ডিতাচার্য্যবিরচিতায়াং মণিমঞ্জর্য্যাং তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥৩॥

ইতি শ্রীমৎকবিকুলতিলক শ্রীমত্রিবিক্রমপণ্ডিতাচার্য্যপুত্র শ্রীমন্নারায়ণপণ্ডিতাচার্য্যবিরচিত মণিমঞ্জরীর তৃতীয় সর্গের গৌড়ীয়-ভাষা-ভাষ্য সমাপ্ত ॥

চতুর্থঃ সর্গঃ

কৃষ্ণায়াঃ কালিয়ং ত্যক্ত্বা পীত্বা দাবাগ্নিমুল্বণম্ ।
স বিষদ্রুমমুচ্ছিদ্য দৈত্যান্ গোবহুষোঽহনৎ ॥১॥
স সপ্তোক্ষবধাল্লেভে নীলাং গোপাল কন্যকাম্ ।
বলেন ধেনুকং হত্বা জঘানান্যান্ খরান্ স্বয়ম্ ॥২॥
প্রলম্বে বলভদ্রেণ হতে দাবং পপৌ পুনঃ ।
নন্দজো ব্রজরক্ষার্থং কৃপাসিন্ধুর্হি মাধবঃ ॥৩॥

শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দী হইতে কালিয়নাগকে বিতাড়িত, অত্যুগ্র দাবানল পান, বিষবৃক্ষের উচ্ছেদ সাধন এবং গোরূপধারী দৈত্য-গণকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥১॥

তিনি সপ্তবৃষ বধ করিয়া নীলানাম্নী গোপকন্যাকে লাভ করিলেন। পরে বলভদ্রদ্বারা ধেনুকাসুরকে সংহার করিয়া স্বয়ং অত্যুগ্র অন্যান্য আততায়ীদিগের বধ সাধন করিয়াছিলেন ॥২॥

অতঃপর বলভদ্রকর্তৃক প্রলম্ব নামক অসুর নিহত হইলে, নন্দকুমারকৃপাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরক্ষার্থ পুনরায় দাবানল পান করিয়াছিলেন ॥৩॥

বিপ্রপত্নীভিরানীতং তদ্গৃহান্তিকমাগতঃ।
সোঽন্নং সানুচরো ভুক্ত্বা চক্রে তাসামনুগ্রহম্ ॥৪॥
মখভঙ্গরুষেন্দ্রেণাদিষ্টৈর্মেঘৈঃ কৃতাং হরিঃ।
বৃষ্টিং সোঢুমশক্তান্ স্বান্ ররক্ষোদ্ধৃত্য পর্ব্বতম্ ॥৫॥
আর্য্যানুগ্রহসংপ্রাপ্তকামা গোপাঙ্গনাস্ততঃ।
রময়ামাস গোবিন্দশ্চিরমৈষীষু রাত্রিষু ॥৬॥
সুরূপাণাঞ্চ গোপীনাং মণ্ডলে ভগবান্ স্বয়ম্।
ননর্ত্ত বেণুনা গায়ন্ রাসক্রীড়ামহোৎসবে ॥৭॥

অনুচরগণসহ শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞরতব্রাহ্মণদের গৃহোপান্তে উপনীত হইয়া বিপ্রপত্নীগণের আনীতঅন্ন ভোজন করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিলেন ॥৪॥

যজ্ঞ-ভঙ্গহেতু ক্রুদ্ধ ইন্দ্রের আজ্ঞায় মেঘসমুহ অতি বৃষ্টি আরম্ভ করিলে, বৃন্দাবনবাসীদের তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল; তখন শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে ছত্ররূপে উর্দ্ধে ধারণ করিয়া সকলকে রক্ষা করিলেন ॥৫॥

শ্রীগোবিন্দশারদীয়া পূর্ণিমা রজনীতে তদীয় অনুগ্রহাভিলাষিণী ব্রজাঙ্গনাদিগের সহিত দীর্ঘকাল রমণ করিয়াছিলেন ॥৬॥

সেই রাসক্রীড়ামহোৎসবে পরমা রূপবতী গোপীদিগের মধ্যে অবস্থিত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বেণুদ্বারা গান করিতে করিতে নৃত্য করিয়াছিলেন ॥৭॥

শঙ্খচূড়াসুরং হত্বা অরিষ্টং কেশিনমপ্যথ।
ময়পুত্রং পুনর্ব্যোমং স চক্রে ব্রজরক্ষণম্ ॥৮॥
কংসপ্রেষিতমক্রূরং দৃষ্ট্বা সম্ভাব্য তং হরিঃ।
তেন সাকং যযৌ দেবো মথুরাং বলসংযুতঃ ॥৯॥
ভঙ্‌ক্ত্বা কংসধনুঃ শার্ব্বং হত্বাম্বষ্ঠং সবারণম্।
চাণূরমুষ্টিকৌ হত্বা সবলঃ শুশুভে হরিঃ ॥১০॥
মঞ্চস্থং মাতুলং কংসং মূর্দ্ধ্নি সংগৃহ্য মাধবঃ।
নিপাত্য নিষ্পিপেষোচ্চৈর্ধরণ্যাং স মমার চ ॥১১॥

শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খচূড়. কেশী, অরিষ্ট ও ময়পুত্র ব্যোমনামক অসুরকে হত্যা করিয়া বহুবার ব্রজের রক্ষা বিধান করিয়াছিলেন ॥৮॥

শ্রীকৃষ্ণ কংস-প্রেরিত অক্রূর মুনিকে দেখিয়া তাঁহার যথোচিত সম্মান করিলেন এবং বলদেবকে লইয়া তাঁহার সহিত মথুরাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন ॥৯॥

শ্রীকৃষ্ণ তথায় হস্তীদিগের সহিত হস্তিপক (মাহুত) এবং চানূর ও মুষ্টিকদৈত্যকে বধ করিলেন ও পরে শিবপ্রদত্ত কংশধনু ভঙ্গ করিয়া বলদেবসহ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১০॥

অতঃপর, তিনি উচ্চসিংহাসনস্থিতমাতুল কংসের কেশাকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে ভূতলে ক্ষেপণ ও নিষ্পেষণদ্বারা সংহার করিলেন ॥১১॥

তদ্বলং সকলং হত্বা জনান্ সর্ব্বানানন্দয়ৎ ।
বিমুচ্য নিগড়াদীশঃ পিতরাবভ্যবন্দত ॥১২॥
পুত্রীবৈধব্যসংক্রুদ্ধমভিযাতং জরাসুতম্ ।
সবলোঽভ্যর্দ্দয়ৎ কৃষ্ণোহত্বা তৎসৈনিকান্ মুহুঃ ॥১৩॥
পাণ্ডুর্বনে মৃতঃপার্থা আনীতা মুনিভিঃ পুরম্ ।
পীড্যন্তে কুরুভিঃ স্বৈরমিত্যশ্রাবি মধুদ্বিষা ॥১৪॥
অক্রূরং প্রেষয়ামাস কৃষ্ণো নাগপুরং প্রতি ।
কুরূণামনয়ং জ্ঞাত্বা ধৃতরাষ্ট্রমুবাচ সঃ ॥১৫॥

অনন্তর তিনি কংসের সৈন্যসকল সংহার করিয়া জনসমূহের সন্তোষ সাধন করিলেন এবং পিতা ও মাতার বন্ধন মোচন করিয়া তাঁহাদের অভিবন্দন করিলেন ॥১২॥

তখন জরাসন্ধ স্বীয়কন্যার বৈধব্যদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ সমাগত হইল। বলভদ্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণ তাহারও সমস্ত সৈন্য শমনভবনে প্রেরণ করিলেন ॥১৩॥

এই সময় বনপ্রদেশে পাণ্ডুরাজের মৃত্যু হইল ; মুনিগণ তাঁহার পুত্রাদি পরিজনবর্গকে রাজপুরে আনয়ন করিলেন। তখন কৌরব-গণ তাহাদের প্রতি অত্যন্ত উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ সেই সংবাদ শ্রবণ করিলেন ॥১৪॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিলেন। তিনি তথায় কুরুদিগের দুর্নীতির বিষয় অবগত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন ॥১৫॥

তব পুত্রা ন সন্ত্যেব ভীমসেনাগ্নিভস্মিতাঃ।
ইত্যুক্ত্বা ভীমপার্থাভ্যাং সহিতঃ স্বপুরং যযৌ ॥১৬॥
পূজয়ন্তৌ হরিং পার্থো পূজিতৌ সর্ব্বযাদবৈঃ।
ঊষতুঃ সুচিরং তত্র ভক্তিজ্ঞানামৃতাশনৌ ॥১৭॥
উদ্ধবং প্রেষয়ামাস ব্রজশোকাপনুত্তয়ে।
ভগবান্ মগধাধীশং পূনরভ্যর্দ্দয়দ্ যুধি ॥১৮॥
স সৃগালাধিপং হত্বা তৎপুত্রং পর্য্যপালয়ৎ।
ইতি চিত্রাণি কর্ম্মাণি চকার পুরুষোত্তমঃ ॥১৯॥

"হে ধৃতরাষ্ট্র! তুমি নিশ্চয় জানিও যে ভীমসেনের ক্রোধাগ্নিতে তোমার পুত্রগণ ভস্মীভূত হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া অক্রূর, ভীম ও অর্জ্জুনসহ নিজপুরে গমন করিলেন ॥১৬॥

হরিপরায়ণ ভীম ও অর্জ্জুন সমস্ত যাদবগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইলেন। তাঁহারা তথায় ভক্তি-তত্ত্ব-রূপ অমৃতপানে পরিতৃপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

শ্রীভগবান্ ব্রজবাসীদিগকে তাঁহার বিরহ-শোকে সান্ত্বনা দিবার জন্য, উদ্ধবকে তথায় প্রেরণ করিলেন; এবং মগধরাজ জরাসন্ধ-সহ যুদ্ধে পুনর্ব্বার জয়ী হইলেন ॥১৮॥

তৎপরে তিনি দুর্ব্বৃত্ত শৃগালরাজকে হত্যা করিয়া তাঁহার পুত্রের পালনভার গ্রহণ করিলেন। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বহু বিচিত্রকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥১৯॥

ভীষ্মকস্য সুতাং দেবীং রুক্মিণীমবহত্ততঃ।
বিজ্ঞানানন্দরূপিণ্যা স রেমে রময়া তয়া ॥২০॥
লব্ধং সত্রাজিতা সূর্য্যাৎ স সিংহাপহৃতং ততঃ।
রত্নং জাম্ববতা নীতং জাম্ববত্যা সহানয়ৎ ॥২১॥
সত্রাজিতে দদৌ রত্নং তেন দত্তাং সরত্নকাম্।
সত্যভামামুদবহৎ সাক্ষাল্লক্ষ্মীং পরাৎপরঃ ॥২২॥
হতবান্ সানুজং হংসং কৃষ্ণোরেমে স্বধামনি।
পুত্রান্ প্রদ্যুম্নসাম্বাদীন্ রুক্মিণ্যাদ্যাস্বজীজনৎ ॥২৩॥

তিনি এইসকল দুষ্টদলন কার্য্য শেষ করিয়া ভীষ্মকরাজদুহিতা রুক্মিণীদেবীর পাণি গ্রহণ করিলেন এবং সেই বিজ্ঞানান্দরূপিনী রমার সহিত রমণ করিয়া কালপাত করিতে লাগিলেন ॥২০॥

রাজা সত্রাজিৎ সূর্য্যদেবের নিকট হইতে একটী রত্ন লাভ করিয়াছিলেন। সেই রত্ন সিংহকর্ত্তৃক অপহৃত হয়। জাম্ববান রাজা তাহা উদ্ধার করিয়া লইয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আবার জাম্ববানের নিকট হইতে তৎকন্যা জাম্ববতীসহ ঐ রত্ন আনয়ন করিয়াছিলেন ॥২১॥

তিনি ঐ রত্ন রাজা সত্রাজিৎকেই দিয়াছিলেন। সত্রাজিৎ স্বীয় কন্যাসহ ঐ রত্ন আবার শ্রীকৃষ্ণকেই দান করিলেন। ইহাতে পরাৎপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-স্বরূপিনী সত্যভামাকে লাভ করিলেন ॥২২॥

শ্রীকৃষ্ণ সানুজ হংসাসুরকে সংহার করিয়া, স্বীয়পুরে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। রুক্মিণীদেবীর গর্ভে তাঁহার প্রদ্যুম্ন, সাম্ব প্রভৃতি পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন ॥২৩॥

পাণ্ডবা দ্রোণমাসাদ্য কৃতশস্ত্রাস্ত্রশিক্ষণাঃ।
সর্ব্ববিদ্যাতিশয়িনো মুমুদুঃ কৃষ্ণসংগতাঃ ॥২৪॥
সম্ভাবিতা ভগবতা পাণ্ডবাঃ স্নেহসংভৃতাঃ।
অনুজ্ঞাতাঃ পুরং জগ্মুঃ সদাতদ্ভাবতৎপরাঃ ॥২৫॥
স্বামিত্বেন সুহৃত্ত্বেন বন্ধুত্বেন চ পাণ্ডবাঃ।
সখিত্বেন গতিত্বেন তমো শরণং যযুঃ ॥২৬॥
পুরান্নির্যাপিতা দুষ্টৈর্হিড়িম্বং চ বকং তথা।
নিহত্য পাণ্ডবাঃ প্রাপুঃ কৃষ্ণং কৃষ্ণাস্বয়ংবরে ॥২৭॥

দ্রোণাচার্য্যকে গুরুরূপে লাভ করিয়া পাণ্ডবগণ শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। তাঁহারা এইরূপে সর্ব্ববিদ্যায় অলঙ্কৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণসহ সদানন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন ॥২৪॥

এইরূপে পরমস্নেহে পালিতপাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণের আদেশপ্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান ও গুণগান করিতে করিতে নিজ পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥২৫॥

পাণ্ডবগণ প্রভুরূপে, সুহৃৎরূপে, বন্ধুরূপে, সখারূপে এবং গতিরূপে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥২৬॥

পরে দুষ্ট দুর্য্যোধনাদি কর্ত্তৃক পুর হইতে নির্ব্বাসিত পাণ্ডবগণ বনবাসে বক হিড়িম্বাদি রাক্ষস বধ করিয়া পাঞ্চালীর স্বয়ম্বরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন ॥২৭॥

লব্ধকৃষ্ণানন্নুজ্ঞাপ্য পাণ্ডবান্ স্বপুরং গতঃ।
নিহত্য শতধন্বানং পার্থানামন্তিকং যযৌ ॥২৮॥
কারয়িত্বা হরিপ্রস্থং তত্র পার্থান্নিবেশ্য চ।
উপযম্য চ কালিন্দীং দ্বারকামাপ মাধবঃ ॥২৯॥
নীলাং নগ্নজিতঃ পুত্রীং মিত্রবিন্দাং পিতৃষ্বসুঃ।
ভদ্রাং চ কেকয়সুতাং লক্ষণাং স্বাং চ সোঽবহৎ ৩০॥
সোঽথাশ্চর্য্যতমো ধন্যো ভৌমং হত্বা দিবং গতঃ।
অপাহরৎ পারিজাতং পরাজিত্য পুরন্দরম্ ॥৩১॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ম্বর সভায় পাণ্ডবদিগের দ্রৌপদী-লাভে আনন্দিত হইয়া ও তাঁহাদিগকে অনুগৃহীত করিয়া নিজপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে, শতধন্বাকে বধ করিয়া তিনি পুনরায় পাণ্ডবদিগের ভবনে গমন করিয়াছিলেন ॥২৮॥

তথায় তিনি পুরপ্রত্যাগত পাণ্ডবদের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ নামক রাজধানী নির্ম্মাণ এবং তাহাতে তাঁহাদিগকে স্থাপন করিলেন। কার্য্যশেষে, কালিন্দীনাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়া তৎসহ স্বীয় দ্বারকানগরীতে উপনীত হইলেন ॥২৯॥

অতঃপর, তিনি নগ্নজিতের কন্যা নীলা ও পিতৃষ্বসার কন্যা মিত্রবিন্দা এবং কেকয়সুতা ভদ্রা ও লক্ষ্মণাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ॥৩০॥

সেই অত্যাশ্চর্য্য মহিমান্বিত ও সর্ব্বগুণে ধন্য প্রভু ভৌমকে (নরকাসুরকে) হত্যা করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তিনি তথায় ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া পারিজাত অপহরণ করিয়া আনিলেন ॥৩১॥

মহিষীণাং সহস্রাণি ষোড়শাবহদচ্যুতঃ।
শতং চ তাসু প্রত্যেকং পুত্রা দশদশাভবন্ ॥৩২॥
দ্যূতে জিতাঃ কৃতারণ্যবাসা অজ্ঞাতবাসতঃ।
পারংগতা উপপ্লাব্যে পার্থাস্তং প্রতিলেভিরে ॥৩৩॥
দূত্যেন বঞ্চয়িত্বারীন্ প্রায়ো ভীমেন সর্ব্বশঃ।
জঘান কৃতসারথ্যঃ কৃষ্ণঃ পার্থমপীপলৎ ॥৩৪॥
বায়ুর্বংশানিবান্যোন্য প্রতিঘট্টনসম্ভবৈঃ।
বৈরবৈশ্বানরজ্বালৈঃ সংজহার হরির্যদূন্ ॥৩৫॥

দ্বারকাধীশ অচ্যুত ষোড়শ সহস্র মহিষীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের গর্ভে একহাজার করিয়া পুত্র * উৎপন্ন হইয়াছিল ॥৩২॥

দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত পাণ্ডবগণ বনবাস ও অজ্ঞাতবাস হইতে উত্তীর্ণ হইয়া (বিরাটনগরের নিকটস্থ) উপপ্লব্যপুরে শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥৩৩॥

শ্রীকৃষ্ণ দূতদ্বারা বৈরীদিগকে বঞ্চিত করিয়া, তাহাদের প্রায় সকলকেই ভীমসেনের দ্বারা সংহার করাইয়াছিলেন ; এবং আপনি পার্থরথে সারথী হইয়া, প্রিয়ভক্ত পার্থকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥৩৪॥

বায়ুবেগে পরস্পর সংঘর্ষহেতু বংশসমূহে দাবানল উৎপন্ন হইয়া যেমন তাহাদিগকেই দগ্ধ করে, তেমনি শ্রীহরি যদুগণমধ্যে পরস্পর বিবাদসম্ভূত বৈরবহ্নির দ্বারা তাহাদিগকে ধ্বংস করিলেন ॥৩৫॥

---

* ভাঃ ১০।৬১।১৯ এবং উক্ত অধ্যায়ের ভাবার্থদীপিকা প্রারম্ভ দ্রষ্টব্য।

উদ্ধবং সনকাদীংশ্চ দুর্ব্বাসঃ প্রভৃতীংশ্চ সঃ।
ন্যযুঙ্‌ক্ত সর্ব্ববেদান্তবর্ত্তনে সহশিষ্যকান্‌ ॥৩৬॥
এবং চিত্রচরিত্রস্তু কৃষ্ণোঽনুজ্ঞাপ্য পাণ্ডবান্‌।
রূপেণৈকেনাসভূমাবেকেন স দিবং যযৌ ॥৩৭॥
এবং কৃষ্ণসহায়াস্তে পার্থা দুর্যোধনাদিকান্‌।
শ্রীকৃষ্ণদ্বেষিণো হত্বা সকৃষ্ণাঃ কৃষ্ণমন্বযুঃ ॥৩৮॥
অথাভিমন্যোস্তনয়ঃ পরীক্ষিদ্রাজা সবজ্রো জগতীং
বিজিত্য।
সর্ব্বাত্মভাবং পরমং দধানঃ সাম্রাজ্যলক্ষ্মীমুপলভ্য-
রেমে ॥৩৯॥

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব, সনকাদি ভক্ত, এবং সশিষ্য দুর্ব্বাসাদি ঋষিগণকে সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্র প্রবর্ত্তনের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন ॥৩৬॥

এবম্বিধ বিচিত্রচরিত্র শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে অনুজ্ঞাপিত করিয়া এইরূপে পৃথিবীতে অবস্থান এবং অন্যরূপে গোলোকে গমন করিয়াছিলেন ॥৩৭॥

কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণ কৃষ্ণদ্বেষী দুর্যোধনাদি দুর্জ্জন সকলকে বিনাশ করিয়া দ্রৌপদীসহ শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিয়াছিলেন ॥৩৮॥

অনন্তর, অভিমন্যু-পুত্র-পরীক্ষিৎ, যদুবংশের অবশিষ্ট একমাত্র সন্তান বজ্রকে লইয়া পৃথিবী বিজয় করিলেন। তাঁহারা সাম্রাজ্য-লক্ষ্মী লাভ করিয়া, পরমানন্দে প্রজাবর্গকে আত্মভাবে পালন করিতে লাগিলেন ॥৩৯॥

ইতি শ্রীমৎকবিকুলতিলক শ্রীমন্ত্রিবিক্রমপণ্ডিতাচার্য্যসুত শ্রীমন্নারায়ণপণ্ডিতাচার্য্যবিরচিতায়াং মণি-মঞ্জর্য্যাং চতুর্থঃ সর্গঃ ॥৪॥

ইতি শ্রীমৎকবিকুলতিলক শ্রীমন্ত্রিবিক্রমপণ্ডিতাচার্য্যসুত শ্রীমন্নারায়ণপণ্ডিতাচার্য্যবিরচিত মণি-মঞ্জরীর চতুর্থ সর্গের গৌড়ীয়-ভাষা-ভাষ্য সমাপ্ত ॥

পঞ্চমঃ সর্গঃ

ততঃ পরমহংসা যে কৃষ্ণভীমানুশিক্ষিতাঃ।
ব্যাসাশ্রয়াদত্রিজাদ্যা বেদশাস্ত্রাণ্যবর্ত্তয়ন্ ॥১॥
কৃষ্ণে ভীমে চ বিদ্বেষমধিকং দধতোঽসুরাঃ।
ভগ্নবাহুবলা ঈষুর্বাগ্‌যুদ্ধৈস্তত্ত্ববিপ্লবম্ ॥২॥
রহঃ সম্ভূয় তে সর্ব্বেঽবুদ্ধিমন্তো হ্যমন্ত্রয়ন্।
স্বকার্য্যসিদ্ধয়েঽন্যোন্যং যথাপ্রজ্ঞাবিজৃম্ভণম্ ॥৩॥
শকুনির্দ্বাপরঃ স্মাহ বচস্তত্ত্বার্থবৃংহিতম্।
লোকায়ত তনূজেন চাণক্যেন প্রচোদিতঃ ॥৪॥

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া অত্রি-নন্দনাদি পরম-হংসগণ ব্যাসদেবের আনুগত্যে বেদ-শাস্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন ॥১॥

শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমসেনের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষশালী অসুরগণ বাহুবলের অভাবহেতু বাগ্‌যুদ্ধের দ্বারা তত্ত্ববিপ্লব উপস্থিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল ॥২॥

নিজকার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত সেই সমস্ত মূর্খ ব্যক্তি স্বস্ব বুদ্ধিবশে পরস্পর গোপনে মন্ত্রণা করিতে লাগিল ॥৩॥

শকুনি ও দ্বাপর, লোকায়ত পুত্র চাণক্যকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তত্ত্বার্থের দ্বারা পরিপুষ্ট এই কথা বলিয়াছিলেন ॥৪॥

দুর্দ্ধর্ষো ভীমসেনো নঃ কৃষ্ণোঽপ্যত্যন্তদুঃসহঃ।
তাভ্যাং নিরীক্ষিতা দৈত্যা মৃত্যুং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥৫॥
কৃষ্ণো দৈবং গুরুর্ভীমো বেদবিদ্যা চ পার্ষতী।
তস্যা উৎসাদনেনৈব যাতস্তাবতি সঙ্কটম্ ॥৬॥
তস্মাজ্জনেষু বিদ্বৎসু বেদব্যাখ্যানশালিষু।
প্রবিশ্যোৎসাদ্যতাং বিদ্যা কৈশ্চিদ্ভূৎপদ্যভূতলে ॥৭॥
বিপরীতানি শাস্ত্রাণি কর্ত্তব্যানি বহূন্যপি।
অসত্তর্কৈঃ কুতর্কৈর্ব্বা বেদবিদ্যা নিরস্যতাম্ ॥৮॥

ভীমসেন আমাদের পক্ষে অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ এবং শ্রীকৃষ্ণও আমাদের পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ; সুতরাং তাঁহাদের কোপকটাক্ষে পতিত মৎপক্ষীয় দৈত্যগণ যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই ॥৫॥

শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎদৈব (দেবতা) ভীমসেন সাক্ষাৎ গুরু, (বৃহস্পতি) দ্রৌপদী সাক্ষাৎ বেদ-বিদ্যা-স্বরূপিণী; সেই বেদ-বিদ্যার উৎসাদনে দেবতাও দেবগুরু (অপর পক্ষে দ্রৌপদীর উৎসাদনে (অভাবে) শ্রীকৃষ্ণ ও ভীম) অতীব সঙ্কটাপন্ন হইবে ॥৬॥

অতএব আমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হউন; এবং বিদ্বান্ বেদব্যাখ্যাকারীদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অসদ্ ব্যাখ্যাদ্বারা বিদ্যাকে দূষিত করুণ ॥৭॥

অনেক বিপরীত শাস্ত্র প্রণয়ন করিতে হইবে। অসৎতর্ক অথবা কুতর্কের দ্বারা বেদ-বিদ্যাকে নিরস্ত করিতে হইবে ॥৮॥

বেদশাস্ত্রান্ন নো ভীতিরস্তি কার্য্যান্তরস্পৃহাম্ ।
লোকায়তমতং মানহীনং নাদ্রিয়তে জনৈঃ ॥৯॥
অক্ষপাদঃ কণাদশ্চ কপিলশ্চাপরেজনাঃ ।
শাস্ত্রান্তরাণি কৃত্বাপি বেদদ্বেষং ন কুর্ব্বতে ॥১০॥
হরেণ নিহতাঃ পূর্ব্বং ত্রৈপুরা অসুরাঃ পুনঃ ।
জাতাঃ সংসর্গদোষেণ পামরাঃ শ্রদ্দধুস্ত্রয়ীম্ ॥১১॥
বেদোঽপ্রমাণমিত্যুক্ত্বা বুদ্ধস্তান্ হি ব্যমোহয়ৎ ।
বৌদ্ধশাস্ত্রং ততস্তেনুরজ্ঞাত্বা তন্মতং পরম্ ॥১২॥

আমরা কার্য্যান্তর-সাধন-প্রয়াসী ; আমাদের বেদশাস্ত্র হইতে ভয়ের সম্ভাবনা রহিয়াছে। চার্ব্বাক মতও প্রমাণহীন বলিয়া লোকে অনাদৃত ॥৯॥

অক্ষপাদ, কণাদ, কপিল প্রভৃতি ঋষিগণ শাস্ত্রান্তর প্রণয়ন করিয়াও বেদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন না ॥১০॥

মহাদেব পূর্ব্বেই ত্রিপুরাদি অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছেন। সেইসকল পাপিষ্ঠই কুসংসর্গবশতঃ বেদের প্রতি আসক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে ॥১১॥

বুদ্ধদেব, বেদ অপ্রমাণ বলিয়া তাহাদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন। তারপর তাহারা বুদ্ধের প্রকৃত ধর্ম্মমত না জানিয়াই বৌদ্ধশাস্ত্র বিস্তার করিয়াছে ॥১২॥

নিরাশ্রমান্ দুরাচারান্ প্রত্যক্ষং দ্বিষতঃ শ্রুতীঃ।
ব্রাহ্মণা গর্হয়ন্ত্যেতান্ বেদবাহ্যানকৌশলান্ ॥১৩॥
জৈনপাশুপতাদ্যাস্ত লোকবিদ্বেষগোচরাঃ।
বেদবিদ্বেষিণোঽপ্যেতে তত্রোপায়ং ন জানতে ॥১৪॥
সর্ব্বান্ বেদান্ দ্বিজঃ কশ্চিচ্ছ্রিতঃ পরমমাশ্রমম্।
বেদান্তিব্যপদেশেন নিরস্যন্নঃ পরঃ সুহৃৎ ॥১৫॥
অস্মিন্ কার্য্যে বিদগ্ধোঽয়ং মণিমানেব দৃশ্যতে।
আদেষ্টব্যোঽমুনা রাজ্ঞা কলিনা কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥১৬॥

ব্রাহ্মণগণ আশ্রম-ধর্ম্ম-বর্জ্জিত ও প্রত্যক্ষভাবে বেদ-দ্বেষকারী এই সকল দুরাচারদিগকে অনভিজ্ঞও বেদবাহ্য বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন ॥১৩॥

জৈন ও পাশুপতগণ লোকবিদ্বেষী ও বেদবিদ্বেষী বলিয়া বৈদিকউপায়সমূহ তাহাদের গোচর ছিলনা ॥১৪॥

এখন যদি কোনও ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া সমস্ত বেদার্থকে বেদান্তের ব্যাখ্যাছলে আবৃত বা নষ্ট করেন, তবে তিনিই আমাদের প্রকৃত হিতসাধন করিবেন ॥১৫॥

এই কার্য্যে পণ্ডিত-প্রবর মণিমান উপযুক্ত বোধ হইতেছে। অতএব আমাদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য, মহারাজ কলি তাঁহাকে আদেশ করুন ॥১৬॥

এবমুক্তা দ্বাপরেণ কলিপূর্ব্বাঃ সুরদ্বিষঃ।
হৃষ্টা আহূয় সংভাব্য মণিমন্তং বভাষিরে ॥১৭॥
যাহি ভ্রাতর্নমস্তুভ্যমুৎপদ্যস্ব মহীতলে।
বিদ্যা বেদপুরাণাদ্যা ভৃশং বিপ্লাবয় দ্রুতম্ ॥১৮॥
বিদূষয় গুণান্ বিষ্ণোর্জীবৈক্যং প্রতিপাদয়।
ভূমৌ বৃকোদরাভাবান্ন শঙ্কাং কর্ত্তুমর্হসি ॥১৯॥
অস্মাসু বদ্ধবৈরঃ সন্ স্বস্থোপ্যস্বস্থতাং গতঃ।
অনুজ্ঞাভাবতোবিষ্ণোর্নাধুনাবতরত্যয়ম্ ॥২০॥

দ্বাপর এই কথা বলিলে কলিপ্রমুখ সুরদ্বেষিগণ তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়া মণিমন্তকে আহ্বান করিলেন; এবং আনন্দের সহিত কহিতে লাগিলেন ॥১৭॥

হে ভ্রাতঃ তোমাকে আমরা নমস্কার করি, তুমি পৃথিবীতে গিয়া জন্মগ্রহণ কর; এবং সত্বর বেদ ও পুরাণাদি বিদ্যার সম্যক্‌রূপে বিপ্লব উৎপাদন কর ॥১৮॥

শ্রীবিষ্ণুর গুণসকলে দোষারোপ কর, এবং জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যপ্রতিপাদন কর। পৃথিবীতে এখন আর ভীম নাই সুতরাং, এবিষয়ে তোমার ভীত হইবারও কোন কারণ নাই ॥১৯॥

ভীমসেন এখন স্বস্থ (স্বরূপে অবস্থিত) হইলেও আমাদের প্রতি চিরবদ্ধবৈরিতাহেতু তিনি অস্বস্থ অবস্থাতেই আছেন। কিন্তু বিষ্ণুর আজ্ঞা নাই বলিয়া তিনি সম্প্রতি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে পারিবেন না ॥২০॥

বংশ্যাস্তু সনকাদীনামধুনা যতয়ো ভুবি।
একদণ্ডাস্ত্রিদণ্ডাশ্চ বর্ত্তন্তে তদনুব্রতাঃ ॥২১॥
পরতীর্থাভিধস্তত্র যাতিরেকো মহাতপাঃ।
তমাশ্রিত্য প্রবর্ত্তস্ব ততঃ সংভাব্যসে জনৈঃ ॥২২॥
বেদান্তসূত্রৈরস্মাকং মতমৈকাত্ম্যগোচরম্।
বিতত্য সকলান্ বেদানতত্ত্বাবেদকান্ বদ ॥২৩॥
জীবেভ্যোঽন্যো হরির্ব্রহ্ম স্রষ্টৃত্বাদিগুণান্বিতম্।
ইতি বেদান্তসূত্রাণাং হৃদয়ং চ তিরস্কুরু ॥২৪॥

অধুনা, সনকাদির বংশধর অর্থাৎ শিষ্যপরম্পরাগত যতিগণ তাঁহারই পন্থা অনুসরণপূর্ব্বক একদণ্ড ও ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে আছেন ॥২১॥

তথায় পরতীর্থ নামে একজন মহাতপা যতি আছেন। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই তুমি আমাদের কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হও। তাহা হইলে লোকও তোমাকে সম্মান করিবে ॥২২॥

বেদান্ত-সূত্রদ্বারা আমাদের জীবব্রহ্মে অভেদ-বাদ প্রচার করিয়া বেদের যথার্থতত্ত্ব বিলুপ্ত কর ॥২৩॥

'জীবতত্ত্ব হইতে পর, স্রষ্টাদি গুণান্বিত শ্রীহরিই ব্রহ্ম'—বেদান্তে এই প্রকৃত প্রতিপাদ্য বিষয়কে তিরস্কৃত কর অর্থাৎ তাহাতে দোষারোপ করিয়া, তাহা হেয় বা ভ্রান্ত বলিয়া প্রকাশ কর ॥২৪॥

অস্মদাবেশবলতঃ কলেঃ শক্ত্যা চ পীড়িতাঃ ।
ভবন্তি মলিনাত্মানঃ সজ্জনাঃ সাঙ্খ্যযোগিনঃ ॥২৫॥
মিথ্যাবাদং ততস্তেঽপি কেচিচ্ছ্রদ্দধতে পরে ।
উদাসতে নিরাকর্ত্তুং কশ্চিদেব সমীহতে ॥২৬॥
অভিপ্রায়াৎ কর্ম্মতো বা কেচিদস্মজ্জনা ভুবি ।
জাতা অন্যে জনিষ্যন্তি নিঃসহায়ো ন জায়সে ॥২৭॥
ইতি দৈত্যৈঃ সমাদিষ্টো মণিমান্ ভীমভীতিতঃ ।
মনসা শঙ্কমানোঽপি ভুব্যুৎপত্তুং মনো দধে ॥২৮॥

আমাদের আবেশ-প্রভাবে এবং কলির শক্তিতে পীড়িত হইয়া সজ্জন সাংখ্যযোগিগণ মলিনাত্মা হইবেন ॥২৫॥

তখন সকলেই সেই জীবব্রহ্মে ঐক্যবাদরূপ মিথ্যাবাক্যে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া তাহা খণ্ডন করিতে আর প্রবৃত্ত হইবেনা। কদাচিৎ কেহ তাহাতে যত্নশীল হইবেন ॥২৬॥

আমাদের আত্মজনের কেহ কেহ ইচ্ছাবশে অথবা কার্য্যানুরোধে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ জন্মগ্রহণ করিবেন। অতএব তুমি তথায় নিঃসহায় হইবেনা ॥২৭॥

দৈত্যগণ এইরূপ আদেশ করিলে, মণিমান্ ভীমসেনের ভয়ে অন্তরে আশঙ্কাযুক্ত হইলেও পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে মনঃস্থির করিলেন ॥২৮॥

তৎকালে শাক্যশাস্ত্রেণ বিস্তৃতা সকলা মহী ।
বৈদিকাশ্রমধর্ম্মাদেঃ পরাভূতিরভূত্ততঃ ॥২৯॥
ইন্দ্রজালৈর্বশীকৃত্য রাজানং সৌগতাঃ প্রভুম্ ।
শূন্যং তত্ত্বং চ সংশ্রাব্য সতস্তেনোদসাদয়ন্ ॥৩০॥
ততো গোবিন্দনামাভূদ্দ্বিজো বিদ্যাবিশারদঃ ।
স চতুর্ব্বর্ণজাঃ কন্যা ঊঢ়্বা পুত্রানজীজনৎ ॥৩১॥
শবরো বিক্রমাদিত্যো হরিশ্চন্দ্রোঽথ ভর্ত্তৃহা ।
ইত্যেতে কোবিদা আসন্ ধৃতবর্ণাশ্রমব্রতাঃ ॥৩২॥

সেই সময় বৌদ্ধশাস্ত্রদ্বারা সমস্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইলে, বৈদিক-আশ্রমধর্ম্মাদি সমস্ত পরাভূত হইয়াছিল ॥২৯॥

বৌদ্ধগণ তাঁহাদের প্রভু রাজাকে ইন্দ্রজাল বিদ্যার দ্বারা বশীভূত এবং শূন্যবাদ শ্রবণ করাইয়া মোহিত করিয়া সত্যপথ হইতে বিচ্যুত করিয়াছিলেন ॥৩০॥

তারপর গোবিন্দ নামক বহুবিদ্যাপারদর্শী এক ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবর্ণজাত চারিকন্যা বিবাহ করিয়া তাহাদের গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিয়াছিলেন ॥৩১॥

তাঁহার শবর, বিক্রমাদিত্য, হরিশ্চন্দ্র ও ভর্ত্তৃহা নামক বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বী ও পণ্ডিত পুত্রচতুষ্টয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥৩২॥

গোবিন্দো দারপুত্রাদ্যং বিহায় ব্যচরন্ মহীম্ ।
ব্যধত্ত শবরো ভাষ্যং সূত্রাণাং জৈমিনে রহঃ ॥৩৩॥
ক্ষামপাদ্ বিক্রমাদিত্যো হরিশ্চন্দ্রঃ সুরোত্তমান্ ।
ইষ্ট্বায়ুর্ব্বেদবশিতামলভিষ্টপরং বরম্ ॥৩৪॥
গত্বা যজ্ঞভুবং ভর্ত্তৃহরির্বিপ্রানুমোদিতঃ ।
বিচার্য্য যজ্ঞহৃদয়ং স চচার মহীমিমাম্ ॥৩৫॥
আর্য্যস্য বেদবিদুষঃ প্রাভূতাং তনয়াবুভৌ ।
ভট্টঃ কুমারঃ প্রথমো ভট্টনারায়ণঃ পরঃ ॥৩৬॥

সেই বিপ্র গোবিন্দ স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তাহার প্রথম পুত্র শবর জৈমিনিপ্রণীত পূর্ব্ব-মীমাংসা-সূত্র সকলের গুহ্য ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন ॥৩৩॥

তাহার দ্বিতীয় পুত্র বিক্রমাদিত্য পৃথিবী পালন করিতেন। তৃতীয় পুত্র হরিশ্চন্দ্র দেবশ্রেষ্ঠদিগকে আরাধনা করিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত প্রধান বরস্বরূপ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন ॥৩৪॥

চতুর্থ পুত্র ভর্ত্তৃহরি, ব্রাহ্মণগণের অনুমতিক্রমে যজ্ঞভূমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির তত্ত্ব বিচার করিয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন ॥৩৫॥

বেদবিদ্যাপারদর্শী আর্য্য শবরের দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। প্রথমপুত্র কুমারভট্ট, এবং দ্বিতীয়পুত্র ভট্টনারায়ণ ॥৩৬॥

কুমারস্তু তদা ভেজে বৌদ্ধং তন্মতবিত্তয়ে।
নারায়ণেন সংমন্ত্র্য সংপ্রাপ্তে ধর্ম্মসংকটে ॥৩৭॥
প্রাসাদাগ্রেঽথ শাক্যস্থ ভট্টোভ্যঞ্জয়িতাপদে।
বেদবিপ্লাবনব্যাখ্যাং শ্রুত্বাঽশ্রূণি ন্যপাতয়ৎ ॥৩৮॥
তদুষ্ণিমানুমানেন বিপ্রস্থাধিমবোধিসঃ।
হন্যতাং হন্যতামেষ চ্ছদ্মাত্মেতি জগাদ চ ॥৩৯॥
তদানীং হন্তুকামেঽস্মিন্ ন্যপতদ্ ধরণীতলে।
ভট্টো বেদাঃ প্রমাণং চেজ্জীবামীতিবচো ব্রুবন্ ॥৪০॥

প্রথমপুত্র কুমার ধর্ম্মবিপ্লব সমুপস্থিত হইলে, কনিষ্ঠ নারায়ণের পরামর্শ অনুসারে বৌদ্ধমত জানিবার জন্য শাক্যের সেবা করিয়াছিলেন ॥৩৭॥

অনন্তর প্রাসাদোপরিস্থিত শাক্যের পাদদেশে তৈলমর্দ্দনরত কুমারভট্ট তাহার মুখে বেদের বিপরীত ব্যাখ্যা শুনিয়া সন্তপ্তহৃদয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন ॥৩৮॥

সেই উষ্ণ-অশ্রু স্পর্শে শাক্যসিংহ, ভট্টের মনোবেদনা বুঝিতে পারিলেন; এবং তাহাকে ছদ্মবেশী বলিয়া জানিয়া "ইহাকে বধ কর, বধ কর" বলিয়া আদেশ দিলেন ॥৩৯॥

তখন ভট্ট বলিলেন আপনারা পরীক্ষা করুন, আমি প্রাসাদোপর হইতে নিম্নে লম্ফ প্রদান করিতেছি, যদি বেদ সত্য হয় তবে নিশ্চয়ই তাহাতে আমার প্রাণ নষ্ট হইবেনা ॥৪০॥

শঙ্কবেধেন তস্যৈকং চক্ষুর্নষ্টং ততোঽভবৎ।
বেদপ্রামাণ্যসন্দেহাৎ কাণোঽসীত্যশরীরবাক্ ॥৪১॥
কদাচিত্তং রহো রাজা সমাহুয়েদমব্রবীৎ।
দেবতাজনসম্ভাব্যং মতং কিংস্বিদ্ দ্বিজেন্দ্র তে ॥৪২॥
ইত্যুক্তঃ স মহীভর্ত্রা ভট্টঃ স্মাহাবিশঙ্কিতঃ।
বর্ণাশ্রমোচিতা ধর্ম্মা ন হাতব্যা মুমুক্ষুভিঃ ॥৪৩॥
বেদাঃ প্রমাণমিত্যেতন্মতং দেবানুশিক্ষিতং।
হাতব্যং গতিমিচ্ছদ্ভিঃ পুরুষৈঃ সৌগতং মতম্ ॥৪৪॥

এই বলিয়া ভট্ট নিম্নে পতিত হইলে, তাঁহার একটি চক্ষু শলাকাবিদ্ধ হইয়া নষ্ট হইল। তাহাতে সকলে বেদের প্রামাণ্য বিষয়ে সন্দিহান হইলেন। তখন দৈববাণী হইল "ভট্ট, বেদ যদি সত্য হয়, বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি কাণা হইলেন" ॥৪১॥

একদিন রাজা ভট্টকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন যে দেব-সেবা-রত অর্থাৎ বেদ-ধর্ম্মানুবর্ত্তিজনের অনুমোদিত বিষয়ে তোমার কি মত? ॥৪২॥

মহীপাল এই কথা বলিলে ভট্ট নির্ভীকচিত্তে বলিয়াছিলেন যে, মুমুক্ষুব্যক্তিগণের বেদ-বিহিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে ॥৪৩॥

বেদবাক্যই প্রমাণ অর্থাৎ সত্য, এই মত বা সিদ্ধান্ত আমরা দেবতাদের নিকট হইতেই শিক্ষা করিয়াছি। সুতরাং মুমুক্ষু-ব্যক্তিদের তাহাই গ্রাহ্য এবং বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধমত পরিত্যাজ্য ॥৪৪॥

যদি প্রসীদসি ক্ষ্মেশ সৌগতান্ বিজয়ামহে ।
প্রবেশয় ন চেদস্মান্ বহ্ন্যাবহ্ন্যায় নিশ্চয়াৎ ॥৪৫॥
ইতি ভট্টবচঃ শ্রুত্বা বিশ্রব্ধেণাব্রবীন্নৃপঃ ।
যদি জেষ্যসি তান্ বহ্নৌ বেশয়ে সৌগতানিতি ॥৪৬॥
তস্য রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা বিস্রব্ধঃ স মহীসুরঃ ।
সনারায়ণভট্টঃ সশবরো মুমুদে ভৃশম্ ॥৪৭॥
অপক্ষপাতিনিক্ষত্রে স টীকাং তর্ককর্কশাম্ ।
চক্রে শাবরভাষ্যস্য বৌদ্ধশাস্ত্রনিকৃন্তনীম্ ॥৪৮॥

হে পৃথিবীপালক, যদি তুমি আমার প্রতি প্রতিকূল না হও, তাহা হইলে আমি বৌদ্ধদিগের মত খণ্ডন করিয়া তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারি। না পারিলে, তুমি আমাকে তৎক্ষণাৎ বহ্নিতে নিক্ষেপ করিও। ইহা আমি দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া বলিতেছি ॥৪৫॥

ভট্টের মুখে এই কথা শুনিয়া রাজা বিশ্বস্তভাবে বলিয়াছিলেন, যদি তাহাদিগকে তুমি জয় করিতে পার, তবে আমি তাহাদিগকেই বহ্নিতে নিক্ষেপ করিব ॥৪৬॥

রাজার এইরূপ বাক্যে ভূদেবভট্ট নিঃশঙ্ক হইয়া, ভ্রাতা ভট্ট-নারায়ণ ও পিতা শবরের সহিত পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন ॥৪৭॥

অতঃপর তিনি নিরপেক্ষ রাজার আশ্রয়ে বৌদ্ধশাস্ত্রমত খণ্ডন করিয়া তর্কের দ্বারা কর্কশ শবরভাষ্যের এক টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন ॥৪৮॥

নারায়ণেন ভট্টেন স কদাচিৎ সমেয়িবান্ ।
তোরণাগ্রে পুরদ্বারি পত্রিকামপতাকয়ৎ ॥৪৯॥
বহ্নিপ্রবেশগ্রহয়া কুমারো বিতণ্ডয়া মাধ্যমিকান্-
বিজিত্য ।
নষ্টায়ুষোপহ্নবতঃ শ্রুতীণামহ্নায় বহ্নৌ গময়াঞ্চকার
॥৫০॥
সংযাত্রিকৈঃ সহযযুঃ কতিচিন্নিলীলাঃ
সংপ্রাপ্তভুক্তিভুবি কেচন বক্কমুখ্যাঃ ।
বেষান্তরেণ কৃতসৌগতলিঙ্গভঙ্গা
রাজ্যান্তবর্ত্মসু গতাঃ সুগতা বিচেরুঃ ॥৫১

পরে, তিনি ভট্টনারায়ণের সহিত আবার অন্য সময়ে তথায় আগমন করিলে, তাঁহার সম্মানের জন্য রাজাজ্ঞায় পুরদ্বারস্থিত তোরণাগ্র পতাকা দ্বারা শোভিত হইয়াছিল ॥৪৯॥

ভট্টকুমার, মাধ্যমিক নামক বৌদ্ধদিগকে বহ্নিপ্রবেশ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া বিতণ্ডাদ্বারা জয় করিলে, রাজা তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ॥৫০॥

তখন বক্ক প্রভৃতি কতিপয় বৌদ্ধপোতবণিকগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া দেশান্তরে প্রস্থান করিল। অন্যান্য বৌদ্ধগণ বৌদ্ধোচিত বেশভূষা ত্যাগ করিয়া রাজ্য-প্রান্তবর্ত্তী স্থানসমূহে বিচরণ করিতে লাগিল ॥৫১॥

ইতি শ্রীমৎকবিকুলতিলক শ্রীমন্ত্রিবিক্রমপণ্ডিতাচার্য্যসুত শ্রীমন্নারায়ণপণ্ডিতাচার্য্যবিরচিতায়াং মণি-মঞ্জর্য্যাং পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥৫॥

ইতি শ্রীমৎকবিকুলতিলক শ্রীমন্ত্রিবিক্রমপণ্ডিতাচার্য্যসুত শ্রীমন্নারায়ণপণ্ডিতাচার্য্যবিরচিত মণি-মঞ্জরীর পঞ্চমসর্গের গৌড়ীয়-ভাষা-ভাষ্য সমাপ্ত ॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

উদজৃম্ভন্ত বেদান্তা ধর্ম্মা বর্ণাশ্রমোচিতাঃ।
ব্রাহ্মণাস্তুতুষুর্যজ্ঞাঃ প্রাবর্ত্তন্ত মহীতলে ॥১॥
বিমৃশ্য ভারবির্ভাট্টং সমুদাস্ত নিরীশ্বরম্।
শুশ্রাব তন্নিরাকর্ত্তুং মাৎসর্য্যেণ প্রভাকরঃ ॥২॥
মাঘো বররুচির্বাণো ময়ূরঃ কালিদাসকঃ।
প্রচণ্ডকোবিদৌ দণ্ডি মুখ্যাশ্চৈতদুদাসত ॥৩॥
উম্বকস্তর্কবিত্তন্ত্রী প্রভাকৃত্তর্কতন্ত্রবিৎ।
মণ্ডনো রেফণশ্চৈতে ভট্টাদ্ভাট্টমশৃণ্বত ॥৪॥

আবার বেদান্তচর্চ্চাসকল জাগ্রত হইয়া উঠিল, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম উদ্দীপিত হইল, ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইলেন এবং পৃথিবীতে যজ্ঞসকল প্রবর্ত্তিত হইল ॥১॥

ভারবি, বিচারপূর্ব্বক ভট্টপ্রবর্ত্তিত নিরীশ্বরবাদ খণ্ডন করিলেন। প্রভাকর বিদ্বেষবশতঃ ভট্টমত নিরসন করিবার অভিপ্রায়ে তাহা শ্রবণ করিলেন ॥২॥

মাঘ, বররুচি, বাণ, ময়ূর, কালিদাস, প্রচণ্ড, কোবিদ ও দণ্ডি-প্রমুখ পণ্ডিত সকল এই বিষয়ে উদাসীন রহিলেন ॥৩॥

তর্কবিদ্যাবিশারদ উম্বক, তর্কশাস্ত্রবেত্তা প্রভাকর, মণ্ডন ও রেফণ, ইঁহারা সকলেই ভট্টের নিকট হইতে তাঁহার মত জানিয়াছিলেন ॥৪॥

ততঃ প্রাভাকরং চক্রে ব্যর্থযুক্তিঃ প্রভাকরঃ।
ভট্টসংরম্ভমাৎসর্য্যো বহুতন্ত্রপ্রপঞ্চনম্ ॥৫॥
তমেব সময়ং দৈত্যো মণিমানপ্যজায়ত।
মনোরথেন মহতা ব্রাহ্মণ্যাং জারতঃ খলাৎ ॥৬॥
উৎপন্নঃ সঙ্করাত্মায়ং সর্ব্বকর্ম্মবহিষ্কৃতঃ।
ইত্যুক্তঃ স্বজনৈর্মাতা সঙ্করেত্যাজুহাব তম্ ॥৭॥
বিশ্বস্তা স্বসুতং দৃষ্ট্বা তুষ্টা সাঽপোষয়ৎ ক্রমাৎ।
মণ্ডোডুম্বরনিষ্পাবৈঃ শিগ্রুশাকৈরলাবুভিঃ ॥৮॥

ভট্টের প্রতি বিদ্বেষবশে প্রভাকর নিজমত প্রকাশ করিয়া অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন ॥৫॥

এই সময় সেই মণিমান দৈত্য নিজ মনোরথ সিদ্ধির জন্য এক ব্রাহ্মণীর গর্ভে তাঁহার কোনও খলস্বভাব জারের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেন ॥৬॥

জার হইতে উৎপন্ন সেই সঙ্করাত্মাকে তাঁহার আত্মীয়গণ সমস্ত কর্ম্মের অযোগ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে সঙ্কর বলিয়া অভিহিত করিলেন ॥৭॥

নিজের পুত্রকে দেখিয়া মাতা বিশ্বস্তা সন্তুষ্টা হইয়াছিলেন, এবং মণ্ড, যজ্ঞডুমুর, শ্বেতশিম্ব সজিনাশাক ও অলাবু প্রভৃতি আহার প্রদান করিয়া ক্রমশঃ তাঁহার পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন ॥৮॥

পঞ্চষাণ্যানয় ক্ষিপ্রং বৃন্তাকানীতি চোদিতঃ।
মাত্রা স জগ্মিবান্ বালো বৃন্তাকস্তম্বসঞ্চয়ম্ ॥৯॥
গণয়ামাস বৃন্তাকান্যেকমেকমিতি স্ফুটম্।
একত্ব সংখ্যয়া চাত্র ন দ্বিতীয়মবৈক্ষত ॥১০॥
তদাহ মাতরং পুত্রো নৈক্ষে বৃন্তাকয়োর্দ্বয়ম্।
পঞ্চষাণি কথং তানি ত্বানয়েয়ং তরামিতি ॥১১॥
পথিকাস্তদুপশ্রুত্য প্রহস্য মিথ ঊচিরে।
একস্মিন্ দ্বিত্বসংখ্যাং তু কঃ পশ্যতিতরামিতি ॥১২॥

একদা বালক সঙ্কর পাঁচ ছয়টী বৃন্তাক (বেগুণ) আনিবার জন্য মাতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বৃন্তাকবিটপীকুঞ্জে (বেগুণ ক্ষেতে) গমন করিয়াছিলেন ॥৯॥

তথায় তিনি সমস্ত বেগুণগুলিকেই 'এক' 'এক' বলিয়া গণনা করিয়াছিলেন; এবং সমস্তগুলিকেই একত্বসংখ্যাদ্বারা ব্যাপ্ত দেখিয়া তিনি আর দ্বিতীয় সংখ্যাবাচক বস্তু দেখিতে পাইলেন না ॥১০॥

তখন তিনি মাতার নিকট আসিয়া বলিলেন,—আমি বেগুণের দ্বিত্বই দেখিতে পাইলাম না, সুতরাং ছয়টী কি করিয়া আনিতে পারি? ॥১১॥

পথিকগণ তথায় আসিয়া, তাহার কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, একটীর মধ্যে দ্বিত্ব সংখ্যা কোন্ ব্যক্তি দেখিতে পায়? ॥১২॥

উপনীয় দ্বিজঃ কশ্চিদ্বাচাটং নিপুণং বটুম্ ।
সুভিক্ষান্নঘৃতক্ষীরং সৌরাষ্ট্রমনয়ত্ততঃ ॥১৩॥
প্রাগ্ ভবে সুচিরং চীর্ণতপস্তুষ্টস্য শূলিনঃ ।
বরপ্রসাদতঃ শীঘ্রমধ্যগীষ্টাগমান্ বটুঃ ॥১৪॥
ততঃ সৌমীং দিশং যাতো নদীং তর্ত্তুমবাতরৎ ।
তস্যা ওঘৈর্হৃতে ব্রহ্মসূত্রে তামুত্ততার সঃ ॥১৫॥
মাং ত্বং ত্যজসি চেৎ সূত্র ত্বাং প্রাগেবাহমত্যজম্ ।
অকর্ম্মণস্ত্বয়া কিং ম ইত্যুক্ত্বা স যযৌ দ্রুতম্ ॥১৬॥

পরে, একদা কোনও ব্রাহ্মণ সেই বাচাল ও চতুর বালকের উপনয়ন সংস্কার সমাধা করিয়া, তাহাকে সৌরাষ্ট্রদেশে লইয়া গিয়াছিলেন ; তৎকালে তথায় ভিক্ষাদ্বারা প্রচুর অন্ন, ঘৃত ও দুগ্ধাদি সংগ্রহ করা যাইত ॥১৩॥

সেই দেশে সেই বালক (সঙ্কর) পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুদীর্ঘ তপস্যাফলে তুষ্ট মহাদেবের অনুগ্রহে অল্পকাল মধ্যেই আগমশাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছিলেন ॥১৪॥

তিনি একদিন বায়ুকোণের দিকে গমন করিতে পথে জলে নামিয়া একটি নদী পার হইতেছিলেন। সেই স্রোতজলে তাঁহার যজ্ঞোপবীত হারাইয়া গেল। তিনি সেই অবস্থাতেই পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন ॥১৫॥

হে যজ্ঞসূত্র ! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। কর্ম্মনিষ্ঠাবিহীন ব্যক্তির তোমার দ্বারা কি প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে ? এই কথা বলিয়া সেই বাচালবালক দ্রুতপদে গমন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল ॥১৬॥

দুর্বাসসঃ পরং শিষ্যং পরতীর্থাভিধং যতিম্ ।
চাতুর্ম্মাস্যব্রতধরমপশ্যৎ কাপটো বটুঃ ॥১৭॥
নিঃসূত্রং তং বটুং দৃষ্ট্বা মহাদানবলক্ষণম্ ।
বিদ্বানবাঙ্মুখোভূত্বা স আচম্য মঠং যযৌ ॥১৮॥
দোষজ্ঞং তং মুনিং জ্ঞাত্বা তীর্ত্বা গোদাবরীং যযৌ ।
বদর্য্যাং পরতীর্থস্য শিষ্যং প্রাপ্যেদমব্রবীৎ ॥১৯॥
ত্বদ্গুরোরস্মি শিষ্যোঽহং তদাদেশাদিহাগতঃ ।
ইত্যুক্তবতি তস্মিন্ স বিস্রব্ধং নৈব জগ্মিবান্ ॥২০॥

তারপর সেই কপটাচারী বালক চাতুর্ম্মাস্য ব্রতাবলম্বী দুর্ব্বাসা মুনির প্রধান শিষ্য পরতীর্থ যতিকে দেখিতে পাইলেন ॥১৭॥

যজ্ঞোপবীতবিহীন মহাদানবসদৃশ সেই ব্রহ্মবন্ধুকে দেখিয়া পরতীর্থ যতি আচমন করিয়া অধোমুখে মঠে প্রস্থান করিলেন ॥১৮॥

তাহা দেখিয়া ঐ বালক মুনিকে দোষদর্শী জানিয়া তথা হইতে গোদাবরী নদী পার হইয়া বদরীতীর্থে গমন করিলে তথায়, পর-তীর্থের শিষ্যের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল ॥১৯॥

সে তাঁহাকে বলিল "আমি আপনার গুরুদেবের শিষ্য এবং তাঁহার আদেশানুসারেই এই স্থানে আসিয়াছি।" কিন্তু তিনি একথা বিশ্বাস করিলেন না ॥২০॥

সত্যপ্রজ্ঞো বটুং ভক্তিবৈরাগ্যাদিগুণোজ্ঝিতম্ ।
দুষ্টং বিজ্ঞায় তত্যাজ জুগুপ্সাং পরমাং গতঃ ॥২১॥
অতীত জন্মসংস্কারবশাদৈকাত্ম্যভাবনাম্ ।
চকার শূন্যভাবেন নির্গুণত্বেন বা কচিৎ ॥২২॥
সহায়ং মার্গয়ামাস দুষ্টপক্ষৈকদীক্ষিতঃ ।
একাকী মলিনে মুণ্ডস্তত্রতত্র পরিভ্রমন্ ॥২৩॥
কদাচিন্নিশি সংগত্য দৈত্যাস্তং সমভাবয়ন্ ।
ঊচুশ্চ সঙ্করাচার্য্য ত্বমস্মাকং পরাগতিঃ ॥২৪॥

সত্যপ্রজ্ঞ (পরতীর্থ শিষ্য) ভক্তিবৈরাগ্যাদিগুণবিবর্জ্জিত সেই ব্রহ্মবন্ধুকে কপটাচারী জানিয়া পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে সঙ্কর অত্যন্ত অপমানিত হইল ॥২১॥

সে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারবলে কোনও স্থানে শূন্যভাবে কোনও স্থানে বা নির্গুণভাবে ঐকাত্ম্যচিন্তা করিয়া ভ্রমণ করিতেছিল ॥২২॥

এইরূপে, সেই মুণ্ডিতমস্তক কপটাচারী সঙ্কর নিজকে নিন্দিত পক্ষের একমাত্র আশ্রয় জানিয়া একাকী সেই সেই স্থানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে আপনার অন্যান্য সহায় অনুসন্ধান করিতেছিল ॥২৩॥

একদিন রাত্রিযোগে দৈত্যগণ উপনীত হইয়া সঙ্করকে সম্মানিত করিয়া বলিয়াছিল, "হে সঙ্কর তুমিই আমাদের একমাত্র গতি" ॥২৪॥

তুভ্যং মনস্বিনে ভূয়াৎ স্বস্তি পাদতলোটজ ।
সাধকং প্রত্যয়ামস্ত্বামাসুর্য্যাঃ কার্য্যসম্পদঃ ॥২৫॥
পুরা ভট্টভয়াচ্ছাক্যা নষ্টা দ্বীপান্তরং গতাঃ ।
নারায়ণোঽন্বগাত্তেষাং ততোঽপ্যুৎসাদনেচ্ছয়া ॥২৬॥
তত উৎসাদ্য তান্ ভট্ট আয়াতমনুজং নিজম্ ।
দুষ্টদেশে চিরাবাসান্নাগ্রহীদ্দোষশঙ্কয়া ॥২৭॥
ততঃ স সৌগতমতং পুনঃ কিঞ্চিদুদগ্রহীৎ ।
বক্কস্বামী ততো দ্বীপাদাজগামাতিশঙ্কিতঃ ॥২৮॥

হে মনস্বিন্ তোমার পদতলই পর্ণের ন্যায় আমাদের একমাত্র আশ্রয় স্থল। তোমার প্রভূত মঙ্গল হউক। আমরা তোমাকে নমস্কার করি। আসুরকার্য্য সম্পাদনার্থে তোমাকেই আমরা সমর্থ বলিয়া জানিয়াছি ॥২৫॥

কিছুদিন পূর্ব্বে ভট্টভয়ে ভীত বৌদ্ধগণ নষ্ট প্রায় হইয়া অন্যদ্বীপে পলায়ন করিয়াছিল। ভট্টনারায়ণ তাহাদের উচ্ছেদ সাধন মানসে সেই স্থানেও তাহাদের অনুগমন করিয়াছিলেন ॥২৬॥

তিনি তথায় তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া স্বীয় অগ্রজের নিকট ফিরিয়া আসিলে তিনি (অগ্রজ কুমারভট্ট) তাঁহার দোষযুক্ত দেশে অনেকদিন অবস্থান জন্য দোষসংস্পর্শের আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করেন নাই ॥২৭॥

ইহাতে, জ্যেষ্ঠের প্রতি কোপবশতঃ, ভট্টনারায়ণ আবার কথঞ্চিৎ বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎশ্রবণে দ্বীপান্তর হইতে বক্কস্বামী সশঙ্কচিত্তে এই দেশে আগমন করিয়াছিলেন ॥২৮॥

কুমারঃ স্বমৃতিং লোকে খ্যাপয়ামাস শিষ্যকৈঃ।
নারায়ণস্তু তচ্ছ্রুত্ব শোকাৎ পাবকমাবিশৎ ॥২৯॥
আপণেষু ততো বক্কঃ প্রাবর্ত্তয়ত সৌগতম্।
মতং লিঙ্গান্তরধরৈর্জনৈঃ কেরলজন্মভিঃ ॥৩০॥
গৌড়পাদস্ততো ন্যাসমিয়েষ প্রবয়াস্তদা।
তচ্ছ্রুত্বা যতিরূপেণ বক্কো গত্বা তমব্রবীৎ ॥৩১॥
সনৎকুমারো ভগবান্ প্রেষয়ামাস মাং তব।
মোক্ষপ্রবর্ত্তনায়ৈব দ্বৈতভাবেন কিং ফলম্ ॥৩২॥

তখন কুমার ভট্ট, শিষ্যদ্বারা আপনার মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন। ভট্ট নারায়ণ সেই দুঃসংবাদ শ্রবণে শোকাভিভূত হইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করেন ॥২৯॥

অবসর বুঝিয়া এই সময় বক্ক ধর্ম্মান্তর চিহ্নধারী কেরল দেশবাসী জনসঙ্ঘের দ্বারা আপণাদিতে বৌদ্ধমত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৩০॥

বয়োবৃদ্ধ গৌড়পাদ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন অবগত হইয়া বক্কস্বামী যতিভাব অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন ॥৩১॥

ভগবান্ সনৎকুমার মোক্ষপ্রবর্ত্তনের নিমিত্ত আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। দ্বৈতমত আশ্রয় করিয়া কোন ফল নাই ॥৩২॥

ইত্যুক্তো গৌড়পাদস্তু সম্ভ্রমেণ ননাম তম্ ।
বিপ্রস্তুর্য্যাশ্রমং প্রাপ্য তত্ত্বং শুশ্রাব বক্তৃতঃ ॥৩৩॥
তদ্বিবর্ত্তঃ প্রপঞ্চোঽয়ং বাধ্যতে জ্ঞানসম্পদা ।
জ্ঞানং চ তপ্তলোহাপ্তজলন্যায়েন শাম্যতি ॥৩৪॥
অদ্ধা প্রত্যায়য়ত্যেতৎ সর্ব্বং বাধোপলক্ষণম্ ।
ততস্ত্বমন্যথা তত্ত্বং সোঽহমিত্যুহমর্হসি ॥৩৫॥

গৌড়পাদ এইরূপ কথিত হইয়া সম্মানের সহিত বক্তৃস্বামীকে নমস্কার করিলেন এবং তাঁহার নিকট চতুর্থ আশ্রম লাভ করিয়া তত্ত্বকথা শ্রবণ করিলেন ॥৩৩॥

বক্তৃস্বামী বলিলেন, পরব্রহ্মের বিবর্ত্ত হইতেই এই প্রপঞ্চের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় এবং ক্রমে জীব-ব্রহ্মের একতা সম্পন্ন হইলে 'তপ্তলোহাপ্ত জল ন্যায়ে' (তপ্ত লৌহে জলসংযোগ করিলে যে লৌহান্তর্গত বহ্নি উপশমপ্রাপ্ত হইয়া লৌহ-স্বরূপে অবস্থিত থাকে, সেইরূপ) ঐকাত্ম্য অবস্থায় জ্ঞান-জ্ঞাতা ভেদ তিরোহিত হইয়া আত্মার স্বরূপে অবস্থিতি দ্বারা জ্ঞানেরও উপশম হয় ॥৩৪॥

অজ্ঞানাবস্থায় জ্ঞান দ্বারা নিরসনযোগ্য মিথ্যা দ্বৈতপ্রপঞ্চ 'সত্য' বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু ইহা হইতে 'সোঽহং' তত্ত্বকে তুমি ভিন্ন বলিয়া মনে করিবে ॥৩৫॥

ইতি বক্তোদিতং তত্ত্বং বিচার্য্য সুচিরং দ্বিজঃ।
সর্ব্বাভাবং নির্ব্বিশেষং বিনা নান্যদবৈক্ষত ॥৩৬॥
গোবিন্দস্তং সমাসাদ্য ততঃ সন্ন্যাসমাচরৎ।
সম্প্রদায়াগতং তত্ত্বং শ্রুত্বোপাস্ত যথার্থতঃ ॥৩৭॥
গোবিন্দস্বামিনং সাধুং ত্বং গুরুং সমুপৈহি ভো।
ততো দণ্ডাদিকং প্রাপ্য শৃণু ত্বং তত্ত্বমুত্তমম্ ॥৩৮॥
মনঃ প্রবিশ্য সর্ব্বেষাং ত্বাং বয়ং রোচয়ামহে।
বিষ্ণোর্বিদূষয় গুণানিত্যুক্ত্বা যযুরাসুরাঃ ॥৩৯॥

এইরূপ বক্তোদিত তর্ক বহুকাল ধরিয়া বিচার করিয়া সেই ব্রাহ্মণ গৌড়পাদ সর্ব্বাভাব (সর্ব্বমিথ্যা) নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব ভিন্ন আর অন্য কিছুই দেখিতে পাইতেন না ॥৩৬॥

অনন্তর গোবিন্দ তাঁহাকে পাইয়া তাঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সাম্প্রদায়িক শিষ্যপরম্পরাগত সেই তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া যথার্থভাবে তাহার উপাসনা করিয়াছিলেন ॥৩৭॥

(অসুরগণ সঙ্করকে বলিলেন) তুমি সেই সাধু গোবিন্দ স্বামীকে গুরু স্বীকার কর এবং দণ্ডাদি ধারণ করিয়া সেই উত্তম তত্ত্ব শ্রবণ কর ॥৩৮॥

আর আমরা সমস্ত মানবের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তোমার প্রতি সকলের চিত্তাকর্ষণ করিব ; এবং তুমি বিষ্ণুর গুণসম্পদের উপর দোষারোপ করিতে থাক, এই বলিয়া অসুরগণ প্রস্থান করিল ॥৩৯॥

বটুঃ শঠঃ স গোবিন্দস্বামিনং প্রৈক্ষত ক্বচিৎ।
ভূয়াসং ভবতঃ শিষ্যো ন মেঽন্যস্ত্বাদৃশো গুরু ॥৪০॥
ইত্যুচিবাংসং গোবিন্দঃ স তং পর্য্যগ্রহীদ্দ্রুতম্।
প্রচ্ছাদ্য শূন্যবাদিত্বং বেদান্তিব্যপদেশতঃ ॥৪১॥
বর্ত্তয়ামো মতং স্বীয়মন্যথা গর্হয়ন্তি নঃ।
তদর্থং সূত্রহৃদয়ং ব্রহ্মদত্তাচ্ছৃণোম্যহম্ ॥৪২॥
ইতি গোবিন্দমাভাষ্য মায়ী সিদ্ধান্তিনং যযৌ।
প্রভাকরকুমারাভ্যাং সাকং ভাস্করসংযুতঃ ॥৪৩॥

অতঃপর সেই শঠ ব্রহ্মবন্ধু কোনও সময়ে গোবিন্দ স্বামীর দর্শন লাভ করিয়া বলিয়াছিল, "আমি আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। আমার পক্ষে আপনার মত অন্য গুরু আর নাই" ॥৪০॥

তখন গোবিন্দ স্বামী নিজকে বেদান্তী বলিয়া পরিচয় দিয়া বৌদ্ধের শূন্যবাদকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া ঐ কপট বটুকে স্বীয়মত জ্ঞাপন পূর্ব্বক সত্বর শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন ॥৪১॥

আমরা আমাদের নিজমত প্রবর্ত্তন করিব; অন্যথা আমরা নিন্দা ভাজন হইব। সুতরাং ব্রহ্মসূত্রের মর্ম্মাবধারণ করিবার জন্য ব্রহ্মদত্তের নিকটে আমাকে তাহা শ্রবণ করিতে হইবে ॥৪২॥

গোবিন্দস্বামীকে এই কথা বলিয়া ভাস্কর, প্রভাকর ও কুমারের সহিত মায়ীসঙ্কর ব্রহ্মদত্তের নিকট গমন করিয়াছিলেন ॥৪৩॥

শুশ্রাব সূত্রভাবং স ব্রহ্মদত্তাত্রিদণ্ডিনঃ।
শিষ্যাস্তে প্রযযুঃ সর্ব্বে বিভিন্নমতয়ো মিথঃ ॥৪৪॥
ভাট্টং শিষ্যেস্থ বিন্যস্য ভট্টো দৈবমসেবত।
গুরুঃ প্রাভাকরং তেনে ভারবেরনুজঃ শঠঃ ॥৪৫॥
সূত্রৈঃ প্রপঞ্চয়াঞ্চক্রে মায়াবী সৌগত মতম্।
শূন্যং ব্রহ্মপদেনোক্ত্বা তথাঽবিদ্যেতি সংবৃতিম্ ॥৪৬॥
সত্ত্বাদিধর্ম্মরাহিত্যং শূন্যতায়ৈ জগাদ সঃ।
সূত্রমুদ্ধৃত্য সিদ্ধান্তমুৎসূত্রৈঃ স্বীয়মুচ্চকৈঃ ॥৪৭॥

প্রভাকর, ভাস্কর ও কুমারের সহিত সঙ্কর ত্রিদণ্ডী ব্রহ্মদত্তের নিকট হইতে সূত্রার্থ শ্রবণ করিলেন এবং পরস্পর বিভিন্ন মতাবলম্বী সেই তিনজনেই তাঁহার শিষ্য হইলেন ॥৪৪॥

ভট্ট নিজ শিষ্যদিগকে স্বমত জানাইয়া দেবতাদের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। ভারবীর অনুজ প্রবঞ্চক গুরু, প্রভাকরের মত প্রচার করিতে লাগিলেন ॥৪৫॥

মায়াবী সঙ্কর বৌদ্ধের শূন্যতত্ত্বকে 'ব্রহ্ম'পদ দ্বারা এবং আবরণ-তত্ত্বকে 'অবিদ্যা' পদদ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া ব্যাসসূত্রদ্বারা প্রচ্ছন্নভাবে 'সৌগত'মতই বিস্তার করিলেন ॥৪৬॥

তিনি ব্যাসকৃত সিদ্ধান্তসূত্র অবলম্বন করিয়া সূত্রতাৎপর্য্যের অত্যন্ত বহির্ভূত স্বীয়মতদ্বারা শূন্যবাদ স্থাপন করিবার নিমিত্তই সত্ত্বাদি ধর্ম্ম নাই বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন ॥৪৭॥

আভাষ্য বহুভিঃ শব্দৈঃ কথং বেদান্তিতামিয়াৎ।
অতত্ত্বাবেদকাঃ প্রায়ো বেদাঃ কেচিন্নিরর্থকাঃ।
ইতিবেদান্তবাদঃ স্যাৎ কথং বাদস্তদন্তকঃ ॥৪৮॥
কর্ণৌপ্যধত্ত সিদ্ধান্তী ভাষ্যং তচ্ছ্রুবান্ মনাক্।
ভাস্করঃ কর্কশৈস্তর্কৈর্দু র্ভাষ্যং তদখণ্ডয়ৎ ॥৪৯॥
দুঃশাস্ত্রমপঠন্ দৈত্যাঃ স্বতএব হরিদ্বিষঃ।
অসুরাবেশিনঃ সর্ব্বে সঙ্করস্য বশং গতাঃ ॥৫০॥

বশীচিকীর্ষুর্নিখিলাংশ্চ জন্তূন্
সর্ব্বাত্মবাহ্যানপি হন্তুমিচ্ছন্।
শাক্তেয়মন্ত্রানভজৎ স মায়ী
সা ভৈরবী তস্য চকার দূতম্ ॥৫১॥

বহু শব্দের দ্বারা বলিলে কি করিয়া বেদান্তী হইতে পারে? প্রায় বেদই অতত্ত্বাবদক, আবার কোন কোনও বেদ নিরর্থক, ইহাই বেদান্তবাণী, ইহার খণ্ডনকারীবাক্য কিরূপে থাকিতে পারে? ॥৪৮॥

সিদ্ধান্তী সেই ভাষ্য কিঞ্চিৎ শ্রবণমাত্রেই কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়াছিলেন। ভাস্কর নিজের কর্কশ তর্কদ্বারা সেই দুর্ভাষ্য খণ্ডন করিয়াছিলেন ॥৪৯॥

স্বভাবতঃ শ্রীহরিদ্বেষী, অসুরাবেশী দৈত্যগণ ঐরূপ অসৎ শাস্ত্র পাঠ করিয়া সকলেই সঙ্করের বশীভূত হইয়াছিল ॥৫০॥

সমস্ত প্রাণীদিগকে স্ববশে আনিবার জন্য এবং সমস্ত আত্ম-বাহ্যদিগকে হনন করিবার জন্য মায়ীসঙ্কর শক্তিমন্ত্রের উপাসনা করিয়াছিল, এবং সেই ভৈরবীই তাহার দৌত্যকর্ম্ম করিয়াছিল ॥৫১॥

ইতি শ্রীমৎকবিকুলতিলক শ্রীমত্ত্রিবিক্রমপণ্ডিতাচার্য্যসুত শ্রীমন্নারায়ণপণ্ডিতাচার্য্যবিরচিতায়াং মণি-মঞ্জর্য্যাং ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥৬॥

ইতি শ্রীমৎকবিকুলতিলক শ্রীমত্ত্রিবিক্রমপণ্ডিতাচার্য্যসুত শ্রীমন্নারায়ণপণ্ডিতাচার্য্যবিরচিত মণি-মঞ্জরীর ষষ্ঠসর্গের গৌড়ীয়-ভাষা-ভাষ্য সমাপ্ত ॥

সপ্তমঃ সর্গঃ

ততঃ স বিশ্বরূপস্য গৃহং বব্রাজ সঙ্করঃ।
কিমপ্যবোধ্যতাপাঙ্গবীক্ষয়া তৎপ্রিয়ামুনা ॥১॥
জঘটাতে তয়োর্মঙ্‌ক্ষু চেতসী ইতরেতরম্।
নিলীনোঽধ্বনয়দ্ভিক্ষুর্নিশীথে প্রাঙ্গণাদ্বহিঃ ॥২॥
নির্যযেঽকালকূষ্মাণ্ডপাতকাতরয়া কিল।
তয়া কিঞ্চিৎ পরিগতে নিদ্রয়া নিজভর্ত্তরি ॥৩॥
বৃহত্তমোদ্ধতাঙ্গেন স্ফারস্ফিঙ্‌মসৃণত্বচা।
তেন দুর্ভিক্ষুণোত্তুঙ্গঘনস্তন্যাঽনয়াঽরমি ॥৪॥

অনন্তর সেই সঙ্কর বিশ্বরূপের গৃহে গমন করিয়াছিল এবং অপাঙ্গ ভঙ্গী দ্বারা তাঁহার পত্নীকে যেন কি গুহ্যাভিপ্রায় জানাইয়াছিল ॥১॥

অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহাদের চিত্ত পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। পরে, ভিক্ষু সঙ্কর রাত্রিযোগে প্রাঙ্গণের বহির্দ্দেশে থাকিয়া সঙ্কেতধ্বনি করিয়াছিল ॥২॥

তখন পতি ঈষৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন হইলে, তাহার সেই পত্নী অকাল কুষ্মাণ্ড পতনের জন্য, দুঃখের ভাণ দেখাইয়া, তাহাই নির্ণয় করিবার ছলে গৃহ হইতে বাহির হইল ॥৩॥

তৎপরে দীর্ঘ কলেবর ভিক্ষু সঙ্কর সেই বিস্তৃত জঘনা মসৃণাঙ্গা ঘনস্তনী ব্রাহ্মণ রমণীর সহিত বিহার করিয়াছিল ॥৪॥

পত্যুরেত্য শনৈর্নারী সমীপেঽশেত বিক্লবা ।
কূষ্মাণ্ডকথয়া চৈনমবুধ্যন্তমবোধয়ৎ ॥৫॥
ততঃ প্রাতর্ব্বিবাদেচ্ছুঃ সঙ্করো বিপ্রমব্রবীৎ ।
জল্পাবঃ প্রাশ্নিকত্বে তু কল্প্যতাং দয়িতা তব ॥৬॥
স আশ্রমান্তরং যায়াদ্যঃ পরাভবমৃচ্ছতি ।
ইত্যুক্ত্বা তেন সোঽজল্পৎ সা পতিং জিতমব্রবীৎ ॥৭॥
ততঃ পর্য্যব্রজদ্ বিপ্রস্তয়া রেমে স সঙ্করঃ ।
ক্বচিত্তেনাসুরেশেন পর্য্যদৃশ্যত মণ্ডনঃ ॥৮॥

কার্য্যান্তে পতিভয়বিহ্বলা সেই নারী গৃহে প্রত্যাগতা হইয়া ধীরে ধীরে পতি পার্শ্বে শয়ন করিল। বহির্গমনের কারণ কুষ্মাণ্ড পতনের কথায় অবোধ পতিকে বুঝাইয়া দিল ॥৫॥

পর দিবস প্রাতঃকালে সঙ্কর সেই ব্রাহ্মণের সহিত শাস্ত্র বিচার ইচ্ছা করিয়া, তাহাকে বলিয়াছিলেন, আমরা উভয়ে বিচার করিব, আর তাহাতে তোমার পত্নীই বিচারফল নির্দ্দেশ করিবার জন্য মধ্যস্থা হইবেন ॥৬॥

এই বিচারে যে ব্যক্তি পরাভূত হইবেন, তাহাকে আশ্রমান্তর গ্রহণ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে হইবে। এই কথার পর বিচার আরম্ভ হইয়াছিল। তাহাতে বিপ্রপত্নী স্বীয় পতিকেই পরাজিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন ॥৭॥

পরাজিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপ প্রতিজ্ঞা মত গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। বিপ্র প্রস্থান করিলে, সঙ্কর সেই রমণীর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। একদিন সঙ্করের সহিত মণ্ডন মিশ্রের আবার সাক্ষাৎকার হইয়াছিল ॥৮॥

যো ভট্টেন পরাভূতো বহুশাস্ত্রাণি শুশ্রুবান্ ।
নির্যযৌ বারণারূঢ়ঃ স তং সঙ্করমব্রবীৎ ॥৯॥
কুতো মুণ্ড ইতি প্রাহ স্মাগলান্ মুণ্ড ইত্যমুম্ ।
মণ্ডনস্ত্বাহপন্থানং পৃচ্ছামীত্যথ সোঽব্রবীৎ ॥১০॥
কিমাহ পন্থা ইতি তে মাতা রণ্ডেতি মণ্ডনঃ ।
আহ তং ভিক্ষুকঃ সত্যমাহ পন্থা ইতি চ্ছলম্ ॥১১॥

যিনি ভট্ট কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া বহু শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক গজারোহণে প্রস্থান করিয়াছিলেন তিনি সঙ্করকে বলিয়াছিলেন ॥৯॥

হে মুণ্ড ! অর্থাৎ হে মুণ্ডিত শিরঃ ! তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ? (কুতঃ শব্দে 'কোন্ পথ হইতে', আর 'কোন্ স্থান হইতে'—এই দুই অভিপ্রায়ই হইতে পারে এবং 'মুণ্ড' শব্দও 'মুণ্ডিত' ও 'মাথা'—এই দুই অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে) সঙ্কর ছলাবলম্বন পূর্ব্বক বক্তার অভিপ্রায় গ্রহণ না করিয়া অন্যার্থ কল্পনা করিয়া উত্তর করিলেন, (বিচারস্থলে বাদীর এক অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত শব্দের অন্যার্থ কল্পনায় প্রতিবাদীর উত্তরকে ন্যায়শাস্ত্রে 'ছল' বলে ; ইহা প্রতিবাদীকে নিরস্ত করিবার উপায় বিশেষ) 'গলা হইতে মুণ্ড হয়'। মণ্ডন বলিলেন, আমি তাহা বলিতেছি না। আমি পথের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি অর্থাৎ তুমি কোন্ পথ হইতে আসিয়াছ, তাহাই আমার জিজ্ঞাস্য। ("পন্থানং পৃচ্ছামি" বলিলেন কোন ব্যক্তির নিকট পথ জিজ্ঞাসা করা,

নিগৃহীতোঽপ্রতিভয়া ভৈরব্যা কুক্কুটেন চ।
ক্ষোভিতো ব্রাহ্মণঃ শীঘ্রমন্ববর্ত্তত ভিক্ষুকম্ ॥১২॥
তোটকঃ পদ্মপাদশ্চ জ্ঞানোচ্চা বীজভুক্ তথা।
ইত্যেতে মায়িনঃ শিষ্যা আসংশ্চত্বার উল্বণাঃ ॥১৩॥

আর পথকে জিজ্ঞাসা করা এই দুই অর্থই হইতে পারে)। সঙ্কর ছলাবলম্বনে উত্তর করিলেন, তুমি কি পথকে জিজ্ঞাসা করিতেছ? পথ কি কথা বলিতে পারে? ("কিমাহ পন্থাঃ"—এই বাক্যে পথ কি কথা বলে? আর পথ কি বলে?—এই দুই অর্থই হইতে পারে) মণ্ডন পুনরায় শঙ্করোক্ত বাক্যের ছলাবলম্বন করিয়া বলিলেন, পথ বলে, 'তোমার মাতা রণ্ডা অর্থাৎ রাঁড় (বেশ্যা)। ভিক্ষুক সঙ্কর (পুনরায়) ছলাবলম্বনে বলিলেন 'তোমার মাতা বেশ্যা', পন্থা ইহা সত্যই বলিয়াছে। (পূর্ব্বে মণ্ডনোক্ত "তে" পদটী সঙ্করের উপর প্রযুক্ত হইয়াছিল। সঙ্কর আবার 'তে' পদটী মণ্ডনের উপর প্রয়োগ করিয়া ছলাবলম্বনে উত্তর করিয়াছেন) ॥১০-১১॥

অনন্তর সঙ্করের ভৈরবী এবং কুক্কুট নামক মন্ত্রদ্বয়ের প্রভাবে অপ্রতিভ হইয়া মণ্ডন বিচারে পরাজিত হইলেন; এবং সঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন ॥১২॥

তোটক, পদ্মপাদ জ্ঞানোত্তম এবং বীজাদ নামে আরও চারি জন দুর্দ্ধর্ষ মায়াবী সঙ্করেরশিষ্যহইয়াছিল ॥১৩॥

সিদ্ধিত্রয়মকাষুস্তে শিষ্যা জ্ঞানোত্তমাদয়ঃ।
তোটকাদীনি চত্বারি তামিস্রস্য নিরর্গলম্ ॥১৪॥
তেষাং শিষ্যপ্রশিষ্যাদ্যা যত্যাভাসাশ্চতুর্ব্বিধাঃ।
অবৃংহয়ন্ত বংশ্যান্ সান্ন্যাসয়ন্তঃ পৃথগ্ জনান্ ॥১৫॥
দক্ষিণাশাং ততো গত্বা দগ্ধ্বা মাতুঃ কলেবরম্।
আগত্য স্বমঠং চাসীৎ সঙ্করো রোগপীড়িতঃ ॥১৬॥
ততঃ কালে সমায়াতে শ্বাসজ্বরভগন্দরৈঃ।
দুঃখাদ্যৈঃ পীড়িতস্যাস্য বাণী কিঞ্চিদলীয়ত ॥১৭॥

জ্ঞানোত্তমাদি পূর্ব্বোক্ত সঙ্করশিষ্যচতুষ্টয় তামিস্রনরকের অনর্গল দ্বার-স্বরূপ, ভৈরবী, কুক্কুট ও কৃপাণী—এই ত্রিবিধ সিদ্ধি আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং তোটকাদি চারিখানি মায়াবাদগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন ॥১৪॥

তাহাদের শিষ্য প্রশিষ্যগণও চতুর্ব্বিধ সন্ন্যাসাভাস গ্রহণ পূর্ব্বক স্ববংশীয় জনসমুহকে এবং অন্যান্যকে সন্ন্যাস গ্রহণ করাইয়া নিজেদের সম্প্রদায় বৃদ্ধি করিয়াছিল ॥১৫॥

সঙ্কর স্বীয় মাতার মৃত্যুকালে তথায় উপস্থিত থাকিয়া দাহাদি সম্পাদন করিলেন এবং মঠে প্রত্যাগত হইয়া স্বয়ং পীড়িত হইয়া পড়িলেন ॥১৬॥

তিনি শ্বাস, জ্বর, ভগন্দর প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া ক্রমে অন্তিম দশায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বাক্য ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিল ॥১৭॥

মুমূর্ষুং স্বগুরুং দৃষ্ট্বা মায়িনো বেদবিদ্বিষঃ ।
ভগবন্নঃ পরং কৃত্যমিত্যপৃচ্ছন্ সসম্ভ্রমাঃ ॥১৮॥
স স্মাহ তান্ কৃতপ্রায়ং সত্যং কৃত্যং মহাসুরাঃ ।
উৎসাদ্যন্তামথ ক্ষিপ্রং পরতীর্থার্য্য-শিষ্যকাঃ ॥১৯॥
পরতীর্থঃ প্রকৃত্যৈব শাপানুগ্রহশক্তিমান্ ।
তীব্রব্রতৈস্তপোভিশ্চ প্রবয়া অত্যজত্তনুম্ ॥২০॥
সত্যপ্রজ্ঞো দুরাধর্ষঃ শক্তোঽপীহ হরিদ্বিষাম্ ।
ঋষিভ্যো হিমবৎপৃষ্ঠে শ্রুতীর্ব্যাখ্যাত্যগোচরঃ ॥২১॥

তখন বেদবিদ্বেষী মায়াবিগণ গুরুর মুমূর্ষু দশা উপস্থিত দেখিয়া সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। "হে ভগবন্! আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য কি তাহা আদেশ করুন" ॥১৮॥

সঙ্কর বলিল "হে অসুরগণ তোমাদের কর্ত্তব্য প্রায় করা হইয়াছে। অতঃপর পরতীর্থ ও আর্য্য সত্যপ্রজ্ঞ প্রভৃতির শিষ্যগণকে সত্বর ধ্বংস কর ॥১৯॥

পরতীর্থ প্রকৃতই শাপরূপ বরে শক্তিমান্ ছিলেন; তিনি তীব্রব্রত ও তপস্যায় রত থাকিয়া বার্দ্ধক্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ॥২০॥

তাহার শিষ্য দুরাধর্ষ সত্যপ্রজ্ঞ যদিও মায়াবি অসুরগণের উচ্ছেদ সাধনে সমর্থ, তথাপি তিনি এক্ষণে লোক সমাজের অগোচরে হিমালয়ে অবস্থান করিয়া ঋষিগণকে বেদব্যাখ্যা শিক্ষা দিতেছেন ॥২১॥

তচ্ছিষ্যো নিপুণঃ শান্তো বেদবেদান্তকোবিদঃ।
শ্রুতীর্ব্যাখ্যাতি শিষ্যেভ্যঃ পঞ্চষেভ্যস্তপোময়ঃ ॥২২॥
নান্যোঽস্তি সম্প্রদায়জ্ঞঃ শ্রুতের্দৈতেয় পুঙ্গবাঃ।
এত্যহং সানিমান্ ক্ষিপ্রমুৎসাদয়ত নির্ভয়াঃ ॥২৩॥
আদিশ্যেত্থং বলবতঃ শিষ্যানন্যান্ মহাসুরান্।
আহূয় চতুরো দৈত্যান্ আহান্তেবাসিনোঽসুরাঃ ॥২৪॥
বীজাদং শৃণুতাস্মাকমেষ্যন্তং ভবসঙ্কটম্।
ইত্যুক্তাস্তে দশদিশঃ পরিভ্রম্য সমাগতাঃ ॥২৫॥

তাঁহার শিষ্য বেদবেদান্তপারগ, তপস্বী ও শান্তচিত্ত। সম্প্রতি পাঁচ ছয় জন মাত্র শিষ্যকে বেদের যথার্থ তত্ত্ব উপদেশ করিতেছেন ॥২২॥

হে দৈতপুঙ্গবগণ! এই কয়েক জন ভিন্ন বৈদিক সম্প্রদায়জ্ঞ আর কেহই নাই। অতএব তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে সত্বর এই-কয়েক জন পরমহংসের উচ্ছেদ সাধন কর ॥২৩॥

দুর্দ্দান্ত শিষ্যদিগকে ও অন্যান্য মহাসুরগণকে এইরূপ আদেশ দিয়া সেই সুচতুর মায়াবী অন্যান্য শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া বলিল, হে অসুরগণ! ॥২৪॥

(হে শিষ্যগণ) আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। সম্প্রতি তোমরা বীজাদের নিকট গিয়া আমার ভবিষ্যৎগতি জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। তাহারা গুরু কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া সমাগত হইল ॥২৫॥

কিমদৃশ্যত বীজাদঃ কিমবোচৎ স মে গতিম্ ।
ইত্যুক্তাস্তে স্বগুরুণা রহস্যং প্রত্যচক্ষত ॥২৬॥
গুরোঃ কা নো গতিরিতি দৃষ্টং দৃষ্টং নরং প্রতি ।
বিচার্য্যাপ্যুত্তরং নাপ্তমিত্যেকঃ পুনরব্রবীৎ ॥২৭॥
দ্বয়ং সঙ্করস্যাস্তি পদ্মস্য চৈকং
মমৈকং চনৈকং চনৈকং চ নাস্তি ।
গিরেত্যেতয়া কন্দুকক্রীড়মেক-
মবেক্ষেন্ত্যজং পক্কণান্তে ক্বচেতি ॥২৮॥

তাহারা প্রত্যাগত হইলে, সঙ্কর বলিল "তোমরা কি বীজাদের সাক্ষাৎ পাইয়াছ ?" স্বকীয় গুরুর এই বাক্যের প্রত্যুত্তরে শিষ্যগণ গোপনে তাঁহাকে বলিয়াছিল ॥২৬॥

হে প্রভো ! আমরা বীজাদের কোন সন্ধান না পাইয়া, যাহাকে দেখিয়াছি তাহার নিকটেই আপনার গতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু কোথায়ও তাহার উত্তর পাই নাই। পরে কোন এক ব্যাধপল্লীর নিকটে কন্দুকক্রীড়ারত এক ব্যাধ বলিয়াছিল ॥২৭॥

"সঙ্করকে আরও জন্মদ্বয় গ্রহণ করিতে হইবে। পদ্মপাদকে আরও একজন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। আমার বহু কিম্বা দুই কিম্বা এক জন্মও গ্রহণ করিতে হইবেনা।" শবরালয় সমীপে কোন স্থলে এইরূপ বাক্যোচারণকারী কোন চণ্ডালকে দেখিতে পাইলাম ॥২৮॥

হা হা বীজাদৈষ গূঢ়ো মদীয়ো
ভূয়স্তাত ব্যাপৃতোঽহং গুণেষু।
কা বাঽস্মাকং ভাবিকালে গতিঃ স্যা-
দিত্থং জল্পন্নাপ দীর্ঘাং স নিদ্রাম্ ॥২৯॥

ইতি শ্রীমৎকবিকুলতিলক শ্রীমত্রিবিক্রমপণ্ডিতা-চার্য্যসুত শ্রীমন্নারায়ণপণ্ডিতাচার্য্যবিরচিতায়াং মণি-মঞ্জর্য্যাং সপ্তমঃ সর্গঃ ॥৭॥

ইহা শুনিয়া সঙ্কর "হায় হায় তাত, বীজাদ! এই গুণই যে আমার গূঢ় বিষয় ছিল। পুনরায় আমাকে গুণজাত দেহ ধারণ করিতে হইবে। জানিনা, ভবিষ্যৎ জন্মেই বা আমার কিরূপ গতিলাভ হইবে" এইরূপ বলিতে বলিতে সঙ্কর চিরনিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন ॥২৯॥

ইতি শ্রীমৎকবিকুলতিলক শ্রীমত্রিবিক্রমপণ্ডিতাচার্য্যসুত শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্যবিরচিত মণি-মঞ্জরী গ্রন্থের সপ্তম সর্গের গৌড়ীয়-ভাষা-ভাষ্য সমাপ্ত ॥

অষ্টমঃ সর্গঃ

মায়াবিনা সমাদিষ্টা মূর্খাঃ পত্তলজন্মনা।
নন্দিগ্রামং সমাসাদ্য হংসানামদহন্মঠম্ ॥১॥
নিজঘ্নুর্গোব্রজং গ্রামে ভৈরব্যা বালকানপি।
বিপ্রানজ্বরয়ন্ দৈত্যা অবলা উদসাদয়ন্ ॥২॥
প্রাজ্ঞতীর্থঃ সশিষ্যোঽহসৌ ছিন্নদণ্ডকমণ্ডলুঃ।
উদ্দিশ্য প্রস্থিতঃ প্রাতঃ সৎক্ষেত্রং পৌরুষোত্তমম্ ॥৩॥

অতঃপর মায়াবী সঙ্কর কর্ত্তৃক আদিষ্ট মূর্খ নগরবাসিগণ নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইয়া প্রাজ্ঞতীর্থ প্রভৃতি পরমহংসগণের মঠ ভস্মীভূত করিল ॥১॥

তাহারা ভৈরবী মন্ত্রবলে বলীয়ান্ হইয়া, সেই গ্রামে ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, শিশুহত্যা, নারীহত্যা প্রভৃতি পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল ॥২॥

প্রাজ্ঞতীর্থ, সেই পাষণ্ডগণের উৎপীড়নে দণ্ডকমণ্ডলুহীন অবস্থায় একদিন প্রাতঃকালে শিষ্যগণ সহ পুণ্যতীর্থ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥৩॥

মায়িনস্তাননুদ্রুত্য হংসাগ্র্যান্ বিজনে স্থলে।
অভিহত্য নিপাত্যোচুঃ সংপ্রাপ্তপ্রাণসঙ্কটান্ ॥৪॥
অস্মাননুব্রজত বা ম্রিয়ধ্বং বা বিচিন্ত্যতাম্।
ইত্যুক্ত্বা মায়িভির্মূর্খৈরন্বয়ামেতি তেঽব্রুবন্ ॥৫॥
অথজ্ঞানোত্তমস্তেভ্যো দত্বা দণ্ডাদিকং খলঃ।
ব্যত্যস্তলাঞ্ছনাংশ্চোপদিদেশাকৃতমাসুরম্ ॥৬॥
তেভ্যস্তে নিপুণা হংসাঃ পরমা গূঢ়চেতসঃ।
শ্রুত্বা শারীরকং ভাষ্যং ব্যাচখ্যুস্তর্ককর্কশাঃ ॥৭॥

পাষণ্ড মায়াবিগণও তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। তাহারা পথমধ্যে এক নির্জ্জন স্থানে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া এবং ভূমিতে নিপাতিত করিয়া তাঁহাদের প্রাণ সঙ্কট সময়ে কহিল ॥৪॥

"হে যতিগণ, তোমরা যদি আমাদের মত গ্রহণ কর, তবেই ত্রাণ পাইবে। নতুবা মৃত্যু নিশ্চিত। এ বিষয় চিন্তা কর"। মূর্খদের এই কথা শুনিয়া, তাঁহারা বলিলেন "আমরা তোমাদেরই মতাবলম্বী হইব" ॥৫॥

তখন আর তাঁহাদের কোনওরূপ লাঞ্ছনা না করিয়া খল জ্ঞানোত্তম তাঁহাদিগকে দণ্ড কমণ্ডলু দিয়া, মায়াবাদ সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন ॥৬॥

পরম পটু পরমহংসগণ মায়াবিগণের নিকট শারীরক ভাষ্য শ্রবণ করিয়াও হৃদয়ে গোপনে ভগবদ্ভক্তি পোষণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রকাশ্যে তাহাদিগকে মায়াবাদের তর্ককর্কশ ব্যাখ্যা শ্রবণ করাইতেন ॥৭॥

মায়িনো বঞ্চয়িত্বৈবং সন্তোষবিবশাশয়ান্ ।
আনন্দবালমঠগান্ন্যবসন্ সহ তৈরমী ॥৮॥
বিশ্বস্য প্রাজ্ঞতীর্থার্য্যমৈকাত্ম্যোপাস্তি নিষ্ঠিতম্ ।
মায়াবাদরতং দৃষ্ট্বা মায়িনো জহৃষুর্মুদা ॥৯॥
তং সশিষ্যং সদাচারমবলোক্যাথ মায়িনঃ ।
পানভোগাবলাকাঙ্ক্ষা বিহায় প্রযযুঃ শনৈঃ ॥১০॥
অয়ং হি প্রাজ্ঞতীর্থার্য্যঃ সদাচারাতিকর্কশঃ ।
গুরূনস্মান্ দুরাচারান্ গর্হয়েদিতিভীরবঃ ॥১১॥

এইরূপে তাঁহারা আনন্দবাল মঠস্থিত সন্তুষ্টচিত্ত মায়াবিগণকে প্রবঞ্চনায় মুগ্ধ করিয়া তাহাদের সঙ্গে বাস করিতেছিলেন ॥৮॥

মায়াবাদিগণ বিশ্বস্তচিত্তে আর্য্য প্রাজ্ঞতীর্থকে ঐকাত্ম্যোপাসনা-নিরত জ্ঞান করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিল ॥৯॥

তাহারা প্রাজ্ঞতীর্থ ও তাঁহার শিষ্যগণকে সদাচার সম্পন্ন দেখিয়া তাঁহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিল এবং পান, ভোজন ও নারীসম্ভোগ লালসায় ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল ॥১০॥

তাহাদের ভয় হইয়াছিল যে, যদি এই সদাচারসম্পন্ন, কর্কশচিত্ত প্রাজ্ঞতীর্থ তাহাদের তাদৃশ দুরাচার অবগত হয়েন, তবে তাহাদিগকে অতিশয় ভর্ৎসনা করিবেন ॥১১॥

প্রাজ্ঞতীর্থস্তদা শিষ্যান্ হংসানাহূয় সম্মতান্ ।
রহস্যাহ মহানেষ হরিণাঽনুগ্রহঃ কৃতঃ ॥১২॥
বর্ব্বরান্ মায়িনঃ সর্ব্বে যযুর্ধিশ্বস্য নঃ সুখম্ ।
পারয়িত্বা চতুর্মাসব্রতং যামো বয়ং ত্বিতি ॥১৩॥
গত্বা গঙ্গাং ততঃ স্নাত্বা মুক্ত্বাংহো মায়িসম্ভবম্ ।
মায়িব্যাজেন যাস্যামো নন্দিগ্রামং শনৈঃ শনৈঃ ॥১৪॥
ইত্যুক্ত্বা প্রাজ্ঞতীর্থার্য্যশ্চাতুর্ম্মাস্যাদনন্তরম্ ।
গত্বা সশিষ্যো গঙ্গায়াং স্নাত্বাঽয়াদুত্তরাং দিশম্ ॥১৫॥

প্রাজ্ঞতীর্থও তখন স্বীয় পরমহংস শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "হে বৎসগণ! ভগবান্ শ্রীহরি আমাদের মহাসুযোগ উপস্থিত করিয়াছেন ॥১২॥

মায়াবিগণ আমাদিগকে বিশ্বাস করিয়া মূর্খজন সমীপে চলিয়া গিয়াছে। আমরাও চাতুর্ম্মাস্য ব্রত সমাপনান্তে এখান হইতে প্রস্থান করিব ॥১৩॥

প্রথমতঃ গঙ্গায় গিয়া অবগাহন করিয়া মায়াবিসংশ্রবজনিত পাপ দূর করিব। অতঃপর পুনরায় মায়াবিবেশ ধারণ করিয়া ক্রমে ক্রমে নন্দিগ্রামাভিমুখে অগ্রসর হইব" ॥১৪॥

যথাসময় চাতুর্ম্মাস্য ব্রত শেষ হইলে, আর্য্য প্রাজ্ঞতীর্থ, শিষ্যগণসহ গঙ্গাস্নান করিয়া উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥১৫॥

নন্দিগ্রামং সমাসাদ্য হরিং সস্মার সজ্জনান্ ।
নীরোগানকরোদার্য্যো রহোনাথমসেবত ॥১৬॥
প্রাজ্ঞতীর্থশ্চ তচ্ছিষ্যা ভক্ত্যা সম্ভাবিতা জনৈঃ ।
বদর্য্যাং মুনয়ঃ স্নাত্বা তীর্থে তীব্রং তপো চরন্ ॥১৭॥
নারায়ণ নমস্তুভ্যং নমো বস্তাত্ত্বিকাঃ সুরাঃ ।
হা হা নঃ সুগতিং দেহি গুরো নাথেতি চুক্রুশুঃ ॥১৮॥
তেষামাবিরভূৎ সত্যপ্রজ্ঞঃ সাকং মহর্ষিভিঃ ।
তস্মৈ হংসা দ্রুতং নেমুঃ সর্ব্বে তে দৈত্যপীড়িতাঃ ॥১৯॥

পরে নন্দিগ্রামে গিয়া, তথায় সজ্জনদিগকে নানাবিধ ব্যাধি হইতে মুক্ত করিয়া নির্জ্জনে শ্রীহরির সেবায় নিমগ্ন হইলেন ॥১৬॥

এইরূপে প্রাজ্ঞতীর্থও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ জনসমাজে সভক্তি পূজা প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহারা বদরীতীর্থ স্নান করিয়া মহাতপস্যায় নিরত হইলেন ॥১৭॥

তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে "হে প্রভো নারায়ণ! তোমাকে প্রণাম করিতেছি। হে তাত্ত্বিক দেবগণ! তোমাদিগকে আমরা প্রণাম করিতেছি। হে প্রভো! হে গুরুদেব! আমাদের সদ্গতি প্রদান কর" এইরূপ অনেক প্রার্থনা করিয়াছিলেন ॥১৮॥

অনন্তর মহর্ষিগণসহ সত্যপ্রজ্ঞ তথায় উপস্থিত হইলেন। দৈত্যপীড়িত পরমহংসগণ তাঁহাকে দেখিয়া ব্যস্তভাবে প্রণাম করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

ক্রন্দতঃ পাতিতান্ ভূমাবুবাচ স মহাতপাঃ ।
আজ্ঞায়োত্থাপয়ামাস জানং স্তেষাং মহদ্ভয়ম্ ॥২০॥
উপবিশ্যাসনে তস্মিন্নুপবেশ্য চ তান্ মুনীন্ ।
উবাচাহং ভয়ং বেদ্মি ভবতাং তপসাঽখিলম্ ॥২১॥
অয়ং কালঃ কলেঃ সাক্ষাত্তেন চোপদ্রুতা জনাঃ ।
বৎসা বিমুঞ্চতাত্যুগ্রঃ তত্ত্ববিপ্লবসঙ্কটম্ ॥২২॥
তবামী প্রাজ্ঞতীর্থান্তেবাসিনঃ পৌরুষোত্তমে ।
ক্ষেত্রে যান্তু পরাং সিদ্ধিমুপাস্য পুরুষোত্তমম্ ॥২৩॥

তিনি সেই ক্রন্দনরত ও ভূলুণ্ঠিত মুনিদিগকে তাঁহাদের মহদ্‌ভয়ের কারণ অবগত আছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে ভূতল হইতে উঠাইলেন ॥২০॥

তখন তিনি স্বয়ং আসন গ্রহণ করিয়া এবং মুনিগণকেও আসনে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, "হে মুনিগণ! আমি ধ্যানবলেই তোমাদের ভয়ের কারণ অবগত হইয়াছি ॥২১॥

এক্ষণে সাক্ষাৎ কলির শাসনকাল উপস্থিত হইয়াছে, তজ্জন্যই লোকের এইরূপ দুর্দ্দশা আরম্ভ হইয়াছে। হে বৎসগণ! তোমরা এই ভীষণ তত্ত্ববিপ্লব দূর করিতে চেষ্টিত হও ॥২২॥

হে প্রাজ্ঞতীর্থ তোমার এই শিষ্যগণ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিয়া, তথায় শ্রীপুরুষোত্তমের আরাধনায় পরম সিদ্ধিলাভ করুন্ ॥২৩॥

শিষ্যেষ্বেকঃ শ্রুতীনাং তে সম্প্রদায়াভিগুপ্তয়ে।
চরতাং মায়িভিঃ সার্দ্ধং তেষাং ছন্দানুবর্ত্তনৈঃ ॥২৪॥
সন্ন্যাসয়েৎ স নিপুণমেকং বংশধরং দ্বিজম্।
সোঽপ্যন্যমন্যং সোঽপীতি বংশো নঃ স্যাদখণ্ডিতঃ ॥২৫॥
নারায়ণঃ পরঃ স্বামী সত্যজ্ঞানাদিসদ্‌গুণঃ।
তস্য দাসোঽস্ম্যহং সত্যমিত্যুপাসা প্রবর্ত্ততাম্ ॥২৬॥
মায়িনাং লাঞ্ছনং ধার্য্যং কার্য্যং তন্নমনাদিকম্।
স্মৃত্বা হরিং তদন্তঃস্থং মায়াবাদশ্চ পঠ্যতাম্ ॥২৭॥

হে প্রাজ্ঞতীর্থ! শ্রুতি সমূহের অনুগত সম্প্রদায় রক্ষার জন্য তোমার শিষ্যগণের মধ্যে একজন মায়াবিগণের সহিত তাহাদের মতের অনুবর্ত্তন করিয়া বিচরণ করুন্ ॥২৪॥

তিনি নিজ বংশীয় একজনকে সন্ন্যাসব্রত শিক্ষা দিবেন। তাঁহার সেই শিষ্য আবার অপর একজনকে এবং তিনি আবার অন্য একজনকে দীক্ষিত করিবেন। তাহা হইলে আমাদের সম্প্রদায় অবিচ্ছিন্ন থাকিবে ॥২৫॥

'সত্যজ্ঞানাদি সদ্‌গুণ বিভূষিত শ্রীমদ্ ভগবান বিষ্ণুই জগতের একমাত্র স্বামী! আমি তাঁহার দাস।' এইরূপ পরম ভাবযুক্ত উপাসনারই প্রবর্ত্তন করুন্ ॥২৬॥

মায়াবাদিগণের চিহ্নধারণ, তাহাদিগকে প্রণামাদি এবং তাহাদের শাস্ত্র পাঠ করিতে হইলেও সেই সকলের অভ্যন্তরে শ্রীহরির স্মৃতি জাগরিত রাখিতে হইবে ॥২৭॥

মহাসুরময়ে লোকে নৈবাবিষ্কর্ত্তুমর্হথ।
ভৈরব্যা বা কৃপাণ্যা বা মায়িনো ঘ্নন্তি বৈদিকান্ ॥২৮॥
তেভ্যো গোপায়তাত্মানং সম্প্রদায়ং ন মুঞ্চত।
ইত্যুক্ত্বা সত্যসংবিত্তং ত্যাজ্য দণ্ডপটাদিকম্ ॥২৯॥
মায়িদত্তং পুনস্তেভ্যো দণ্ডাদ্যং পূর্ব্ববদ্দদৌ।
তানমুজ্ঞাপ্য সত্যাত্মা পূর্ব্ববৎ স তিরোদধে ॥৩০॥
প্রাজ্ঞশিষ্যা যযুঃ ক্ষেত্রং বিরক্তাঃ পৌরুষোত্তমম্।
প্রাজ্ঞো গুরূপদিষ্টেন মার্গেণোবাস মায়িভিঃ ॥৩১॥

কিন্তু দুর্দ্দান্ত অসুর সম্প্রদায়ে এই মত কিছুতেই প্রকাশ করিওনা। তাহা হইলে মায়াবিগণ ভৈরবী মন্ত্রবলেই হউক, কিম্বা কৃপানী মন্ত্রবলেই হউক, নিশ্চয়ই বৈদিকগণকে বিনাশ করিতে সচেষ্ট হইবে ॥২৮॥

তাহাদের হস্ত হইতে নিজ প্রাণ রক্ষা করিবে, অথচ নিজ সম্প্রদায় ত্যাগ করিবে না। এইরূপ উপদেশ দিয়া সত্যপ্রজ্ঞ প্রাজ্ঞতীর্থ প্রভৃতিকে দণ্ড বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করাইলেন ॥২৯॥

পরে তিনি (সত্যপ্রজ্ঞ) মায়াবি প্রদত্ত দণ্ডাদি দ্বারা তাহাদিগকে পূর্ব্ববৎ ভূষিত করিয়া এবং পুনর্ব্বার উপদেশ দিয়া সত্যপ্রজ্ঞ প্রস্থান করিলেন ॥৩০॥

তখন বিরাগযুক্ত প্রাজ্ঞতীর্থের শিষ্যগণ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং প্রাজ্ঞতীর্থের গুরু সত্যপ্রজ্ঞের আদেশানুবর্ত্তী হইয়া মায়াবিগণের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন ॥৩১॥

একং বংশধরং শিষ্যং কৃত্বোপাস্তিমশিক্ষয়ৎ।
অন্যং সংন্যস্য সোঽপি স্বং সম্প্রদায়মশিক্ষয়ৎ ॥৩২॥
সোঽপ্যন্যমিত্যয়ং বংশো নোদচ্ছিদ্যত ভাগ্যতঃ।
ততঃ কেবলবংশেঽস্মিন্ মায়িভিঃ স্বজনভ্রমাৎ।
গৃহ্যমাণোঽচ্যুতপ্রেক্ষঃ পারিব্রাজ্যমুপাগমৎ ॥৩৩॥
অথাসুরাণাং শ্রুতিদূষকাণা-
মুৎসাদনায়ার্থয়তঃ সুরেন্দ্রান্।

তিনি একজন বংশধরকে শিষ্য করিয়া, তাঁহাকে বিষ্ণূপাসনা শিক্ষা দিলেন। ঐ শিষ্য আবার অন্য একজনকে এইরূপে নিজ সম্প্রদায়ানুযায়ী দীক্ষা দিতে লাগিলেন ॥৩২॥

তিনি অন্য একজনকে নিজমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। এইরূপে ভাগ্যক্রমে সম্প্রদায় অবিচ্ছিন্ন রহিয়া গেল। অনন্তর মায়াবাদিগণ এই শুদ্ধ সম্প্রদায়স্থিত অচ্যুতপ্রেক্ষকে * নিজমতাবলম্বী মনে করিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। পরে তিনি পারমহংস্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥৩৩॥

---

* অচ্যুতপ্রেক্ষ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সন্ন্যাসগুরু, প্রাজ্ঞতীর্থের শিষ্য এবং সত্যপ্রজ্ঞতীর্থের প্রশিষ্য। ইনি উড়ুপীমঠের গুরুপরম্পরায় হংস পরমাত্মা হইতে দ্বাদশ অধস্তন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য অচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন এবং 'পূর্ণপ্রজ্ঞতীর্থ' নাম লাভ করেন। বিশেষ বিবরণ সম্পাদক প্রণীত 'বৈষ্ণব মঞ্জুষা' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

আনন্দয়ন্ শ্রীদয়িতাজ্জয়েশঃ
সঞ্জীবনাত্মাহবততার ভূমৌ ॥৩৪॥
স ভগবানুপনীতিমিতঃ পিতুঃ
সকল বেদ সুলক্ষণ শিক্ষণঃ।
অধৃত পারমহংস্যমথাশ্রমং
যতিবরাৎ পরমচ্যুতচেতসঃ ॥৩৫॥
প্রবর্ত্তিতা যা সনকাদিভিঃ পুরা
ততঃ পরস্তাৎপরতীর্থশিষ্যকৈঃ।
হরেরুপাস্তিং স্বগুরুপ্রসাদিতাং
মধ্বায় ভক্ত্যোপদিদেশ হংসরাট্ ॥৩৬॥

অনন্তর বেদদূষক অসুরগণের বিনাশসাধনার্থ ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক আরাধিত শ্রীনারায়ণ দেব-প্রার্থনাপূরণার্থ মহাদেবকে আদেশ করিলে মহাদেব 'মুখ্যপ্রাণ' নামে পৃথিবীতে অচ্যুতপ্রেক্ষের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইলেন ॥৩৪॥

তিনি যতিপ্রবর পিতা অচ্যুতপ্রেক্ষের নিকটেই উপনীত হইয়া সকল বেদার্থ অবগত হইলেন এবং সেই অচ্যুতচিত্ত যতিবরের নিকট পারমহংস্যাশ্রম গ্রহণ করিলেন ॥৩৫॥

সনকাদি ঋষি যাঁহার প্রথম প্রবর্ত্তক, অনন্তর পরতীর্থ স্বামীর শিষ্যগণ কর্ত্তৃক যাহা পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছিল, পরমহংস কুলচূড়ামণি ভগবান্ 'মুখ্যপ্রাণ' স্বগুরুদত্ত সেই নিগূঢ় উপাসনাতত্ত্ব মধ্বাচার্য্যকে শিক্ষা দিয়াছিলেন ॥৩৬॥

গুণাননন্তানুপসংহরন্ হরে-
রনন্তরূপেষু দুরন্ত সন্ততেঃ।
অনন্তরূপো ভগবাননন্ত ধী-
রূপাস্ত শর্ব্বাদি সুপর্ব্বণাং গুরুঃ ॥৩৭॥
দস্যোর্মণিমত উদিতং
দুর্ভাষ্যং ব্যস্য মধ্ব আরাধ্যঃ।
বেদান্তসূত্র ভাষ্যং সকল-
শ্রুতিতর্কবৃংহিতং চক্রে ॥৩৮॥
ততান তন্ত্রশ্রুতিগীতিকানাং
ভাষ্যাণি বেদেশ্বর চক্রবর্ত্তী।
পুরাণরামায়ণভারতানাং
চকার তাৎপর্য্য-নির্ণয়ং চ ॥৩৯॥

মহাদেবাদিসুরগণপূজিত অনন্তরূপ হরির অংশ অনন্তরূপ ও অনন্তধীশক্তি সম্পন্ন ভগবান্ মুখ্যপ্রাণ দুরন্তগণের অশেষ প্রভাব বিনাশ পূর্ব্বক বিরাজমান ছিলেন ॥৩৭॥

পূজ্যপাদ মধ্বাচার্য্য দস্যু মণিমানের (সঙ্করের) ভাষ্য খণ্ডন-পূর্ব্বক অশেষ যুক্তি ও শ্রুতিবলসম্পন্ন বেদান্তসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন ॥৩৮॥

বেদার্থতত্ত্বনির্ণয় বিষয়ে, সার্ব্বভৌম সম্রাট স্বরূপ মধ্বাচার্য্য তন্ত্র, শ্রুতি ও গীতার ভাষ্য প্রণয়ন এবং পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত গ্রন্থের তাৎপর্য্য বিনির্ণয় রচনা করিয়াছিলেন। ॥৩৯॥

তার্কিকদ্বিরদ পুঞ্জভঞ্জনে
মধ্বকেসরিণি হন্ত জৃম্ভিতে।
সঙ্কটেন চ ভয়েন মায়ি-
গোমায়বো দশ দিশঃ পরাদ্রবন্ ॥৪০॥

বাদ্যোতিষ্ট বিচিত্রবৃত্তরচিতঃ সম্পূর্ণ বিদ্যাকরঃ
কৃষ্ণস্যাদ্ভুতবীর্য্যবর্ণনপরো নানার্থসার্থোজ্জ্বলঃ।
শর্ব্বেন্দ্রাদিসুবন্দ্যলালিতপদো মায়াবিনাং ভীষণঃ
শ্রীমধ্বোবিজয়ী চ মধ্ববিজয়ো নারায়ণপ্রোদ্ভবঃ ॥৪১॥

ইতি শ্রীমৎকবিকুলতিলক শ্রীমত্ত্রিবিক্রমপণ্ডিতাচার্য্যসুত শ্রীমন্নারায়ণপণ্ডিতাচার্য্যবিরচিতায়াং মণি-মঞ্জর্য্যামষ্টমঃ সর্গঃ ॥৮॥

তার্কিকরূপিহস্তিগণের কৃতান্তস্বরূপ মধ্বসিংহের গর্জ্জনে ভীত হইয়া মায়াবাদিশৃগালগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়াছিল ॥৪০॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত বীর্য্যবর্ণন পরায়ণ সর্ব্ব বিদ্যাশ্রয়, নানার্থ বিভূষিত, বিচিত্র বৃত্তান্তময়, ইন্দ্রশঙ্করাদি দেবগণ কর্ত্তৃক বন্দিতপদ, মায়াবাদিগণের পক্ষে ভীতিজনক শ্রীমন্নারায়ণ সম্ভূত বিজয়ী শ্রীমধ্বাচার্য্য এবং মধ্ববিজয় গ্রন্থ বিশেষভাবে বিরাজিত হইয়াছিলেন ॥৪১॥

ইতি শ্রীমৎকবিকুলতিলক শ্রীমত্ত্রিবিক্রমপণ্ডিতাচার্য্যসুত শ্রীমন্নারায়ণপণ্ডিতাচার্য্যবিরচিত মণি-মঞ্জরীর অষ্টম সর্গের গৌড়ীয়-ভাষা-ভাষ্য সমাপ্ত ॥

সমাপ্ত।